



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 18 Issue • 18 January, 2022, Tuesday • ৪ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

হরে রাম, হরে কোভিড, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে বিধি...



রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক সম্মেলন এবং সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে করোনা বিধি পালনের জন্য সাম্প্রতিককালে যে আহ্বান রেখেছেন, তাকে ধূলিস্যাৎ করলো এই উৎসব-আয়োজন। সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে মাফ না পরার জন্য যে সরকার ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করতে পারে, সেই সরকার এমন একটি উৎসবের অনুমতি দিতে পারে? ধর্ম বুঝি সব পার? দুর্যোগ মোকাবিলা আইন এতটাই ঠুনকো? সোমবার সোনামুড়ার কাঁঠালিয়া অঞ্চলের রামঠাকুর মন্দির চত্বরে আয়োজিত ৫৮তম উত্তরাণ উৎসবের এই ছবিটি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকেই অমান্য করলো না, গত ৯ তারিখের রাজ্যের মুখ্যসচিবের স্বাক্ষরিত করোনা-নির্দেশিকাও বন্ধাঙ্গু দেখালো। প্রশ্ন একটাই, যখন রাজ্যে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তখন প্রশাসন রাজ্যের একেক জায়গায় একেকভাবে আইন প্রণয়ন করার উন্মত্ত খেলায় কেন নেমেছে? সু-শাসনের এ কেমন নির্লজ্জ উদাহরণ?

সঞ্চালিকার সম্মানহানির অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে একটি চ্যানেলের সঞ্চালিকাকে হেনস্থা করার অভিযোগ জমা পড়লো পশ্চিম মহিলা থানায়। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে চালিত একটি চ্যানেলের সঞ্চালিকা চার জনের নামে মামলাটি করেছেন। তারা হলেন ইন্ডিজিং বণিক, প্রসেনজিৎ দাস, সূর্য মজুমদার এবং দেবরত সরকার। ওই সঞ্চালিকার দাবি, চ্যানেলে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তার একটি ব্যক্তিগত কথাবার্তার অডিও-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রচার হয়। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এই অডিও-ভিডিও সরিয়ে নেয়। কিন্তু ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে অভিমুখরা এই ভিডিও ছড়িয়ে তার সম্মানহানি করেছে সামাজিক মাধ্যমে। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্ত এবং অভিমুখদের শাস্তির দাবি তুলেছেন ওই সঞ্চালিকা। যদিও পুলিশ রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত কাউকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নয়া দাওয়াই রামপ্রসাদ

রণজয়ের পর প্রবীর পেলো গোমতী, তালিকায় তাপস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ভোট যুদ্ধে নিজের গড় বড়দোয়ালির



রণজয় দেব, চেয়ারম্যান



প্রবীর নাগ, চেয়ারম্যান



তাপস ভট্টাচার্য, (ওয়েটিং)

বাইরে গিয়েও জয় ছিনিয়ে এনেছেন রামপ্রসাদ পাল। কিন্তু এর আগে নিজের দলে সভাপতি পদে দাঁড়িয়ে একেবারে জেতার অবস্থা থেকে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি রাজনৈতিক নানা অংকের গোলকর্থাধায়। কিন্তু

কংগ্রেস পন্থী, সিপিএম পন্থী, তৃণমূল পন্থী সব গুছিয়ে দিয়ে সম্মিলিতভাবেই গড়ে তুলতে পারতেন মোদিপন্থী, বলা ভালো পঞ্চপন্থী দল। দলে ব্রাত্য হয়ে গিয়ে তিনিও হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন সংস্কারপন্থী শিবিরে। দিল্লিতে দলীয়

উগলে দিয়েছিলেন তিনি এবং সংস্কারপন্থী নেতারা। যে দলে রামপ্রসাদবাবুর সঙ্গী ছিলেন বর্তমান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা, মন্ত্রিসভার পরবর্তী সম্প্রসারণেই সংস্কারপন্থী শিবির থেকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬



না ফেরার দেশে কথক সঙ্গীত

ইয়েমেনের জঙ্গিদের ড্রোন হামলায় হত দুই ভারতীয়

মার্চের ১২ থেকে ১৪ বয়সীদের টিকাকরণ!

মেয়াদহীন ওষুধে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। আজাদি কা অমৃত উৎসব! পুর নিগম'র সাফাই কর্মীরা বিনা পয়সার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে গিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ পেয়েছেন। মিলন ভৌমিক শীল শর্মা নামে এক মহিলা, তিনি বাবু দেওয়ার কাজ করেন, তার সাথেই এমন হয়েছে।



তাকে দেওয়া সরকারি সাপ্লাইয়ের ইউনিকোয়ার ইন্ডিয়া'র অ্যামোক্সিসিলিন ক্যাপসুল'র সময় পেরিয়ে গেছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। স্বাধীনতার ৭৫ বছর হয়েছে, তার উদ্‌যাপন চলছে। উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে কোভিড সময়েও ছুটির দিনে পড়ুয়াদের ডেকে 'সুর্বনমস্কার' করানো হয়েছে আগের কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই। উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল বাদ দিয়ে ডাক্তার-সহ গুটিকি স্বাস্থ্যকর্মীকে একটি আরবান পিএইচসি থেকে তুলে নিয়ে আগরতলা টাউন হলে বসানো হয়েছিল পুর নিগম'র কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। কোভিড সময় চলছে, এমনতেও এই সময়ে জ্বর-কাশির প্রবণতা থাকেই, এবং সেসব রোগ নিয়ে গেলে আইজিএম হাসপাতালে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কোভিড টেস্টেরও ব্যবস্থা ছিল না বিশেষ ক্যাম্পে। আইজিএম হাসপাতালে এক বিশাল বহুতল ফাঁকা পড়ে আছে, তৈরি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ফার্মাসিস্টের চেয়ে দোকান বেশি! কেলেক্সারির নাম 'ওষুধের দোকান'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। জমি কেলেক্সারি। চাকরি কেলেক্সারি। রেশন কেলেক্সারি। আদা কেলেক্সারি। বদলি কেলেক্সারি। ভর্তি কেলেক্সারি। এমন অনেকগুলো কেলেক্সারির কথা রাজ্যবাসী জানলেও, 'নতুন' একটি কেলেক্সারি নীরবেই ঘটে গেছে রাজ্যে। গত কয়েক বছরে কেলেক্সারিটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই কেলেক্সারির নাম 'ওষুধের দোকান' কেলেক্সারি।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের হিসেব অনুযায়ী, সারা রাজ্যে ৪০০ থেকে ৭০০টি ওষুধের দোকান বিনা লাইসেন্সে খোলা বিনা ফার্মাসিস্ট সহকারেই চলছে। ফার্মাসিস্টহীন এবং সে-সাথে লাইসেন্সহীন ওষুধের দোকানের সংখ্যা ঠিক কত, তা খতিয়ে দেখার কোনও উপক্রম এখনও গড়ে তুলতে পারেনি দফতরটি। গত কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য দফতরের গুপ্তবিস্তৃতি ড্রাগ কন্ট্রোলারের কার্যালয়ে একটি ওরুদ্বর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে রাজ্যজুড়ে লাইসেন্স এবং ফার্মাসিস্টহীন ওষুধের দোকান সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনা উঠে আসে। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মার বিনা

নজরদারি এবং দফতরের কয়েকজন কর্মীর উপর উনার 'এক্সট্রা কনফিডেন্স', রাজ্য জুড়ে বেআইনি ওষুধের দোকান খোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সারা রাজ্যে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের



সংখ্যা প্রায় ২৯০০ থেকে ৩০০০। অথচ, দফতরের গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে সম্প্রতি এই তথ্য উঠে আসে যে, রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩৫০০ থেকে ৩৭০০টি ওষুধের দোকান ব্যবসা করছে। তার মধ্যে ৫০০ থেকে ৭০০টি দোকানই বিনা ফার্মাসিস্ট সহকারেই চলছে। অনেকগুলোর লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। অভিযোগ এটাও, রাজ্যজুড়ে যতগুলো ওষুধের দোকান আছে, তার মধ্যে প্রায় ৭০০টি দোকান সময়মতো

'রিনিউ' পর্যন্ত করেনি। রিনিউ করা ছাড়া ওষুধের দোকান চালানো আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু যে রাজ্যে মোট ফার্মাসিস্টের সংখ্যার চেয়ে ওষুধের দোকানের সংখ্যা বেশি, সেখানে রিনিউ বিষয়টি আলোচনাতেই ঠাই পায়

না। উল্লেখ্য, বর্তমানে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্বে আছেন ধীমান সিনহা। ত্রিপুরা স্টেট ফার্মেসি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্বে আছেন ডা. তপন কুমার ঘোষ। অন্যদিকে, এই একই কার্যালয়ে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার হিসেবে দীর্ঘদিন ডায়ালক্স পালন করেছেন 'দ্য ফেমাস' নারায়ণবাবু। এই তিনজনের চক্রটি নানাভাবে রাজ্যজুড়ে ফার্মাসিস্টহীন ওষুধের দোকান ● এরপর দুইয়ের পাতায়

দুর্নীতি চাপা দিতেই ওভারটাইম খাটছেন সুনীল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রেগায় একের পর এক দুর্নীতির চিত্র যখন রাজ্য সরকারের মুখাবয়বকে কালিমালিপ্ত করেছে তখনই সেই কালি সাফ করার জন্য ময়দানে নেমে সুনীল দেববর্মাকে উদ্ধার করেছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মা। রেগায় একের পর এক পঞ্চায়েতে ঢালাও দুর্নীতি ঢাকতে উপমুখ্যমন্ত্রী যখন ব্যর্থ কোনওভাবেই হিসেব মেলাতে পারছেন না তিনি বরং দিল্লির কাছে মুখ পোড়ার অবস্থা তার, তখনই নিজের পিঠ বাঁচাতে অডিট অধিকর্তার চেয়ার বদলকেই হাতিয়ার করেছেন তিনি। যেখানে সমস্ত নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যীশুবাবুর ঘনিষ্ঠজন সুনীল দেববর্মাকে নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছুপা হানি তিনি। দেখা গিয়েছে, গত ৪৬

মাসে কাঁঠালিয়া ব্লকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগায় মোট ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৮ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। যেখানে ঢালাও হারে আত্মসাৎ-এর ঘটনাও ঘটেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ব্লকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকয়টিতেই সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়। এতে মোট ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৯৫ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হলেও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও অডিট হয়নি। তবে ১৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে মোট ৪৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪০৭ টাকা আত্মসাৎ-এর ঘটনা ঘটে যায় বলে সোশ্যাল অডিটে ধরা পড়েছে। কারা এই অর্থ আত্মসাৎ করে সন্দের্যে মুক্ত এবং বিস্তারিত বিবরণ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাঘিনীর মৃত্যুতে সাজলো চিতা, কাঁদলো গ্রাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মধ্যপ্রদেশ, ১৭ জানুয়ারি।। ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া 'হাতি মেরে সাথী' সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে এই 'মৃত্যু'। রাজেশ খান্না-তনুজা অভিনীত ওই সিনেমা কিভাবে কয়েকটি হাতিকে ঘিরে এখনও পশুপ্রেমীদের রোমাঞ্চ জাগিয়ে রাখে, তা সকলেরই জানা। কিন্তু এক বাঘিনীর মৃত্যুকে ঘিরে একথা প্রমাণিত হলো, ফের একবার, মানুষের সঙ্গে পশুদের কখনও কখনও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। না হলে এক বাঘিনীর মৃত্যুতে কাঁদতে পারে গোটা গ্রাম? সুবিশাল অরণ্য। সেখান থেকেই চিতা সাজানোর জন্যে মরা গায়ে ডাল জোগাড় করেছেন রিজার্ভের প্রধান আকর্ষণ, এক দুষ্ট শেষ কব্বে দেখেছে এই দেশ? আবেগ এবং নানা স্মৃতিকে সঙ্গে

নিয়, মধ্যপ্রদেশের পেশ্ব টাইগার রিজার্ভের প্রধান আকর্ষণ, এক বাঘিনী, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর সেজন্যই গ্রাম জুড়ে শোক। গ্রামবাসীদের দুঃখ, আর কোনও



তাকে। ১৭ বছর বয়সে জীবনের বেষ্টে থাকার লড়াইয়ে হার মানলো বাঘিনীটি। মধ্যপ্রদেশের পেশ্ব টাইগার রিজার্ভের এই বাঘিনী দেশজুড়ে বিখ্যাত ছিল। তার প্রয়াণে

এদিন দেশজুড়েই শোক। বাঘিনীর মৃত্যুর খবরের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের শ্রদ্ধা উপচে পড়ছে। সোমবার সন্ধ্যায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেই আয়োজনে বনকর্মী থেকে স্থানীয় আদিবাসী জনতা একযোগে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাকে। কেন এই বাঘিনীকে নিয়ে এত আলোচনা? ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রদেশের পেশ্ব টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে চারটি বাঘের শাবকদের জন্ম হয়েছিল। তাদেরই একজন, কলারওয়ালি। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘিনীটির গলায় একটি রেডিও কলার লাগানো হয়েছে। কয়েকদিন পর সেটি অকেজো হয়ে পড়ে। দু'বছর পর আরেকটি কলার লাগানো হয়। তার পর থেকেই পর্যটকরা এই বাঘিনীর নাম রাখেন কলারওয়ালি। ব্যাঘ বিশেষজ্ঞদের মতে, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এদিন দেশজুড়েই শোক। বাঘিনীর মৃত্যুর খবরের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের শ্রদ্ধা উপচে পড়ছে। সোমবার সন্ধ্যায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেই আয়োজনে বনকর্মী থেকে স্থানীয় আদিবাসী জনতা একযোগে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাকে। কেন এই বাঘিনীকে নিয়ে এত আলোচনা? ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রদেশের পেশ্ব টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে চারটি বাঘের শাবকদের জন্ম হয়েছিল। তাদেরই একজন, কলারওয়ালি। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘিনীটির গলায় একটি রেডিও কলার লাগানো হয়েছে। কয়েকদিন পর সেটি অকেজো হয়ে পড়ে। দু'বছর পর আরেকটি কলার লাগানো হয়। তার পর থেকেই পর্যটকরা এই বাঘিনীর নাম রাখেন কলারওয়ালি। ব্যাঘ বিশেষজ্ঞদের মতে, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভুয়া এসসি সার্টিফিকেট বাতিল টিসিএস পদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। তপশি জাতি সার্টিফিকেট ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায়, তা বাতিল হয়েছে, সেই কারণে উত্তম দাস বৈষ্ণব'র টিসিএস ক্যাডারশিপ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার থেকে পদোন্নতি পেয়ে টিসিএস গ্রেড-৮ অফিসার হয়েছিলেন ২০১১ সালে। জমি নিয়ে অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন, সাময়িক বরখাস্ত থাকা অবস্থাতেই তার টিসিএস ক্যাডারশিপ বাতিল হয়েছে। আগরতলার ধলেশ্বরের জৈনক স্বপন শুক্লাদাস ন্যাশনাল



নয় যে উত্তম দাস বৈষ্ণব তপশি জাতিভুক্ত "ধোবা" সম্প্রদায়ভুক্ত নন। গতবছরের ৩০ নভেম্বর ফুটবল কমিটি নির্দেশ দেয়, উত্তম দাস বৈষ্ণবকে ১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারি যে এসসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাতিল করে বাজেয়াপ্ত করার। ত্রিপুরা এসসি অ্যান্ড এসটি রিজার্ভেশন রুলস অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলে ফুটবল কমিটি। সেইমত পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার থেকে এসসি কোটায়া টিসিএস ক্যাডার হিসাবে উত্তম দাস বৈষ্ণব যে পদোন্নতি পেয়েছিলেন, তা বাতিল করে দেওয়া হয়। সাধারণ প্রশাসন'র তরফে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজেপি প্রধানের ছেলে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ জানুয়ারি।। বিজেপি'র এক প্রধানের ছেলে জয়ন্ত দেব নেশা কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন সোমবারে। তাকে তিনদিনের জন্য রিমান্ডে এনেছে



পুলিশ। শাসক পন্থীদের মধ্যে বখরাব গণ্ডগোলের জেরে ধড়পাকড় বলে জানা গেছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে দিল্লিছড়ায় নেশার বস্ত্র ধরা হয়, সাথে একজন গ্রেফতার হন। সেই মামলায় আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। গত ৫ জানুয়ারি প্রীতম পাল চৌধুরি নামে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সার্প্টা নাটকবাজি

একদিকে ওমিক্রন তো অন্যদিকে দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। দেশবাসী ঠিক বুঝতে পারছেন না তাদের কাছে ওমিক্রন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। একদিকে করোনার টিকাকরণের বর্ষপূর্তির উৎসব চলছে তো অন্যদিকে দৈনিক প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। একই সাথে পাঁচ রাজ্যে চলছে ভোট উৎসব। দেশবাসীর সামনে এখন আতঙ্ক তৈরি করে যাচ্ছে করোনা তথা ওমিক্রন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নাকি ব্যস্ত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে। ত্রিপুরায় এখন প্রতিদিন করোনা আক্রান্তে রেকর্ড হচ্ছে। মৃত্যুও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির নাটকবাজি চলছে। কেউ বলছে করোনার এই দাপাদাপির জন্য ‘ও’ দায়ী তো পার্ল্টা ‘ও’ বলছে ‘সে’ দায়ী। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দলই করোনা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরও করোনার জন্য রাজ্য কতটা তৈরি? টিকাকরণের বর্ষপূর্তি নিয়ে এত প্রচার, এতো উৎসব চলছে। কিন্তু তারপরও কেন দৈনিক তিন লক্ষ আক্রান্ত? তবে তারপরও য়াদরকার ছিল তা হলো করোনার কঠোরভাবে মোকাবেলা করা। প্রচার, উৎসব, রাজনৈতিক বিরোধিতা এসব কিছুই তো করোনার জন্য খারাপ খবর। দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, মন্ত্রীরা যেন করোনাকে গুরুত্বই দিতে নারাজ। প্রশাসনও যেন একই পথে। স্কুল-কলেজে পরীক্ষা নিয়ে চলছে নাটকবাজি। মন্দিরগুলি যেভাবে খেলা তাতেও প্রশ্ন। বিভিন্ন পার্কে ভিড় দেখেও প্রশাসন চুপ। মনে হচ্ছে, করোনা নিয়ন্ত্রণের নামে এরাভ্যেও চলছে প্রহসন। জরিমানার কথা বলে প্রশাসন যেভাবে ঘরে বসে আছে তাতে বড় বিপদ ডেকে আনতে চলছে রাজ্যে।

কেলেঙ্কারির নাম ‘ওষুধের দোকান’

● প্রথম পাতার পর চালানোর বিষয়ে ‘ভূমিকা’ রেখেছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল দাবি করে। শুধু তাই নয়, নারায়ণবাবুদের ইচ্ছানৈই বহু দোকান আইন না মেনেই কোনওক্রমে একটি দোকান তৈরি করে সেখানে সব ধরনের ওষুধ বিক্রি করছে। যেভাবে নারায়ণবাবুদের আশীর্বাদে রাজ্যে শ’য়ে শ’য়ে ওষুধ বিক্রেতারা আইনের তোয়াক্কা না করেই ওষুধের দোকান খুলতে সক্ষম হয়েছে, তাতে এখন মহা ফাঁপোরে পড়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কারণ, রাজ্যে মোট ওষুধের দোকানের সংখ্যার চেয়ে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের সংখ্যা কম। এই ভয়াবহ সত্যটি ইতিমধ্যেই দফতরের নানা মহলে পৌঁছেছে। রাজ্যে মোট রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের সংখ্যা যদি সর্বোচ্চ ৩ হাজারও হয়, তাহলে ওষুধের দোকানের সংখ্যা কিভাবে তার থেকে ছয়-সাতশো বেশি হয়, এনিয়ে এখন জোর আলোচনা চলছে স্বাস্থ্য দফতরে। প্রশ্ন একটাই, এই ছয়-সাতশো দোকান খোলার অমূল্যিত কে বা কারা দিল। ওষুধের দোকান খোলার অন্যতম প্রধান আইন হচ্ছে, রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট থাকতে হবে। এরপরও আরও নানাবিধ আইন তো রয়েছেই। ওষুধের দোকানগুলো আইন মেনে চলছে কি না বা দোকানগুলো দফতরের গাইডলাইন মেনে রিনিউ করেছে কি না— তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ড্রাগ ইনসপেক্টরদের। রাজ্যে মোট ১৭ জন ড্রাগ ইনসপেকটর রয়েছে। তার মধ্যে ৮ জন ড্রাগ ইনসপেকটর শুধু পশ্চিম জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। বাকি ৯ জন রাজ্যের অন্য ৭টি জেলার দায়িত্বে। বোঝাই যাচ্ছে, ওষুধের দোকানগুলো কিভাবে রাজ্যে চলাছে। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন রাজ্যের হাজারো ওষুধের দোকান থেকে মুখে মুখে ওষুধ কিনে নিচ্ছে। একদিকে ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের তথ্য এবং অন্যদিকে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার কার্যালয়ের তথ্য এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাতেই লুকিয়ে রয়েছে ওষুধের দোকান কেলেঙ্কারির মূল রহস্য। ড্রাগ ইনসপেকটরদের ভূমিকা এ রাজ্যে কি এবং উনারা কিসের বিনিময়ে ওষুধের দোকানগুলোকে নানা অন্যায্য থেকে বাঁচিয়ে দেয়, তা ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী জেনে গেছে। অবাক করার বিষয় হলো, রাজ্যে প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০টি ওষুধের দোকান বিনা ফার্মাসিস্ট সন্ধ্বে ব্যবসা করে যাচ্ছে। আদ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বিষয়গুলো নিয়ে নিরুত্তর। তিনি দফতরের দিনভর থাকলেও আসতে গঠনমূলক কোনও কাজেই এখন তেমন ভূমিকা রাখছেন না বলে খবর। নেতিবাচক ভাবনাতে বিশ্বাসী এই অধিকারিকের বিরুদ্ধে দফতরে কানাঘোষা, তিনি যদি বিষয়গুলো নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে ঘটনা এত দূর এগুতো না। এই প্রসঙ্গটি এখন প্রকাশ্যে চলে আসছে যে, রাজ্যের রিটেল ওষুধের দোকানগুলোর মধ্যে শত শত দোকানে ফার্মাসিস্ট নেই। কে করবে তদন্ত? আদৌ তদন্ত হবে তো?

ওভারটাইম খাটছেন সুনীল

● প্রথম পাতার পর রয়েছে। একইভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁঠালিয়া রুকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২০টিতে সোশ্যাল অডিট হয়। এখানে দেখা যায়, অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০৬ টাকা। এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যক্তিদের নাম-ধাম-পরিচয় থাকার পর দুর্নীতিবাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং বিষয়টি জানাজানি হতেই দুর্নীতিবাদের রেহাই দিতে এবং গোটা ঘটনা ঢেকে ফেলতে ময়দানে নামেন খোদ মন্ত্রী। দেখা যায়, এই দুর্নীতি যে সংস্থার তদন্তে ধরা পড়ে ছে সেই সংস্থাটিও উপমুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে, দুর্নীতি বন্ধ না করে যারা দুর্নীতি ধরে ফেলেছেন, সেই সংস্থাতেই অদল-বদল ঘটানোর উদ্যোগ নেন আনেন। মূলত সুনীলবাবুর মাধ্যমেই সমস্ত দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার কাজটি অতি সুচতুরভাবে সুসম্পন্ন করেন তিনি। যেখানে আগামীদিনে আর কোনও দুর্নীতির চিহ্ন ধরা পড় বে না। বিষয়টি জানাজানি হতেই সোশ্যাল অডিট ইউনিটের মধ্যেই দাবি উঠেছে, এরকম জবরদখলকারী অধিকর্তার অপসারণের কারণ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তিনি এই পদ আঁকড়ে রয়েছেন। আর তার কারসাজিতেই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারণ, পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট হলেই দুর্নীতি সামনে চলে আসছে। আর দুর্নীতি রুখতেই তাকে এই পদে নিয়ে আসা হয়েছে।

‘কৃত্রিম চাঁদ’

● ছয়ের পাতার পর জানালেন, তাঁরা পৃথিবীর বুকে ধ্বংষ চাঁদের পরিবেশ তৈরি করতে চলেছেন। যা মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবার ঘটতে চলেছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নকল চন্দ্রপৃষ্ঠ হবে ধ্বংষ আসল চাঁদের মতোই। চাঁদের মাটিতে যতটুকু অভিকর্ষ থাকে, ততটুকুই থাকবে সেখানে। অর্থাৎ, সেখানে গুঁমিছলে মানুষ ভাবতে বাধ্য হবে, যে সে মহাকাশ যাত্রা করে দূর আকাশের চাঁদেই পৌঁছে গিয়েছে। তবে, স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নকল চাঁদ মোটেই সাধারণের বিনোদনের জন্য তৈরি কোনও ট্যুরিস্ট স্পট নয়। এভাবে পৃথিবীর মাটিতে চাঁদের পরিবেশ তৈরি করার ভাবনা শুধুমাত্র মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে গতি দেওয়ার মতো নয়। জানা গিয়েছে, এরপর থেকে চিনের চন্দ্র অভিযান প্রকল্পের মহাকাশচারীদের এই নকল চাঁদের দেশেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে করে তাঁরা আদতে চাঁদে পৌঁছে কোনওরকম অস্বস্তিতে না পড়েন। কৃত্রিম চাঁদ প্রকল্পের অন্যতম করবেষক চায়না ইউনিভার্সিটি অফ মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক লি রুলিন বলেন, “অনেক ক্ষেত্রে বিমানে বা অন্য কয়েকটি পদ্ধতিছিত্তে অভিকর্ষের জন্য অভিকর্ষ কমে যায়। তবে এক্ষেত্রে আপনি যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ সেই পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। জানা গিয়েছে, নকল ছোট চাঁদটি হবে দুই ফুট ব্যাসার্ধের। যার পৃষ্ঠে থাকবে চাঁদের মতোই পাথর, গুলিকণা, গর্ত। মনে রাখা ভাল, চাঁদের অভিকর্ষ কিন্তু শূন্য নয়, বরং পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয় ভাগের একভাগ। সেই বাবস্ত্বই থাকছে চিনের চাঁদের দেশে। উল্লেখ্য, চিন চন্দ্র অভিযান নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা শুরু করেছে গত কয়েক বছর ধরে। যে মিশনগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যত ‘পরিবর্তন’ ৬,৭ ও ৮। তার অন্যতম হল নকল না, আসলে চাঁদের বুকেই একটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করে ফেলা। সেই কাজে সাফল্য পেতে হলে পৃথিবীর মাটিতেই চাঁদকে স্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। এবার সেই কাজটিই সেেরে ফেলল চিন।

কর্মী স্বল্পতায় গ্রাহক দুর্ভোগ

● চারের পাতার পর পরিচালনার জন্য আরও কম করে দুই থেকে তিনজন কর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু এসবিআই কর্তৃ পক্ষ এখনও পর্যন্ত নতুন কোন কর্মী নিয়োগ করেননি। দাবি উঠেছে শীঘ্রই গকুলপুর শাখায় নতুন কর্মী নিয়োগ করা হোক।

তালিকায় তাপস

● প্রথম পাতার পর ডাক পেয়ে যান রামপ্রসাদ পাল এবং সুশান্ত চৌধুরী। এই দুই নেতাই এখন দলের ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে কাজ করছেন ঘরে বাইরে। সুশান্তবাবুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাইরের যাবতীয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য। আর রামপ্রসাদবাবু সামলাচ্ছেন ঘর। বলা ভালো বিম্ক্ষু নেতাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে রামপ্রসাদী দাওয়াইয়ে এখন ভরসা রাখছে দল। তার হাতে থাকা সমবায় দফতরকে কাজে লাগিয়েই রামপ্রসাদবাবু বাগে নিয়ে এসেছেন উত্তরের বিদ্রোহী নেতা রণজয় দেবকে। প্রশ্নে বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি ২০১৮ সাল থেকেই দলে রাতা হয়ে পড়েছিলেন। মূলত এদেরকে সঙ্গে নিয়েই রামপ্রসাদবাবুর গড়ে তুলেছিলেন সংস্কারপন্থী শিবির। আর সেই শিবিরের রাজনৈতিক রণকৌশলের জেরেই রামপ্রসাদবাবুরা মন্ত্রিসভায় এসেছেন। যাদের পরোক্ষ সহযোগিতায় রামপ্রসাদবাবু মন্ত্রিদের স্বাদ পেয়েছেন, ক্ষমতায় বসে তাদের ভুলে যেতে চাননি তিনি। আর সে কারণেই রণত্তবাবুকে সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে তার বিদ্রোহে ইতি ঘটিয়েছেন রামপ্রসাদ পাল। আরেক সংস্কারপন্থী নেতা প্রবীর নাগকে নিয়ন্ত্রিত দিচ্ছেন গোমতী দুগ্ধ সমবায় সমিতিতে। তার নিয়োগ পাকা হয়ে গিয়েছে। তালিকায় রয়েছেন আরেক বিদ্রোহী নেতা তাপস ভট্টাচার্য। তাকেও সম্মানজনক কোনও এক চেয়ারম্যান পদে বসানো হবে বলে খবর। রামপ্রসাদবাবু ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তিনি কখনও ফেলে আসা দিন ভুলে যেতে চান না। যে কারণে মন্ত্রী হিসেবে রাজভবনে শপথ নিয়েই গাড়ি নিয়ে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন সুদীপ রায় বর্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিষায়ক আবাসে। বিজেপিতে কার্যত অচ্ছত সুদীপ রায় বর্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সবে মাত্র শপথ নেওয়া মন্ত্রীর পক্ষে কতটুকু ঝুঁকির তা রামপ্রসাদবাবু জানতেন। কিন্তু সে সবের ভোয়াক্কা না করেই সংস্কার শিবিরের সঙ্গী সুদীপবাবুর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেছেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন এবং নতুনভাবে কাজ শুরু করার জন্য আশীর্বাদ নিয়েছেন। দক্ষ হাতে ঘর সামলাতে গিয়ে সূর্যমণিনগরের বিষায়ক একে একে সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের বাগে নিয়ে আনতে পারবেন বলেও দলের কাছে জানিয়েছেন। তবে সেই তালিকায় তিনি সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা’দের সাথেও চাননি। কারণ, রামপ্রসাদবাবু জানান, এতটুকু পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই অপারেশনের সফল সার্জন ছিলেন একজনই, তিনি হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কিন্তু হিমন্তবাবু যখন একবার হাত তুলে নিয়েছেন তখন আর রামপ্রসাদ পালের পক্ষে এমন অপারেশন সফল করা সম্ভব নয়। তবে তার ঘনিষ্ঠ মহল বলছে সঠিক সময়ে দল পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিজেপিতে কোনও পন্থীর অস্তিত্ব রাখতেন না তিনি। সকলকেই মূল স্রোতে নিয়ে এসে এক বিজেপি শ্রেষ্ঠ বিজেপিতে পরিণত করতে পারতেন রামপ্রসাদ।

মেয়াদহীন ওষুধে

● প্রথম পাতার পর যে দালানকে চার বছরেও সরকার কাজে লাগাতে পারল না। আইজিএম হাসপাতালে শিগির করা হলো, এক জায়গাতেই কোভিড স্টেট বা অন্য পরীক্ষা হয়ে যেত। আগরতলা টাউন হল বিশেষ শিবিরের পর পুরোটা স্যানিটাইজ করা হয়েছে বলেও জানা যায়নি, জ্বর নিয়ে যাওয়া রোগী সেখানে এসেছিলেন, কী নিশ্চয়তা আছে করোনা ভাইরাসে চোয়ার,ইত্যাাদি দূরিত হয়নি। একবার কেউ আগরতলা টাউন হলে যাবেন,তারপর কোভিড পরীক্ষা লিখে দিলে তাকে যেতে হবে কার্যকর কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে, সরাসরিই কেউ হাসপাতালে চলে যেতে পারেন। খুব কম টাকায় সারা শহরকে বন্ধাবকে রাখেন তারা। একদিন কাজ না করলে, হাসপাতাল কিংবা রাস্তায় হাঁটা দায় হবে। কোভিডে হাসপাতালের পাশেই সিপিই ফিট পুরা কেউ, সাফাই কর্মীর মুখে শুধু সার্জিক্যাল মাস্ক, এই দৃশ্য দেখা গেছে। হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের মাস্ক দেওয়া নিয়েও কোভিডের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য দফতরের সাথে সাংবাদিকদের প্রশ্ন-জবাব চলেছে। পুর নিগমের সাফাই কর্মীরাও পুর নাগরিকদের সুস্থ রাখেন জঞ্জাল পরিষ্কার রেখে। তাদের মেসার্স পরিণে যাওয়া ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, মেয়াদ দেখে খুব কম মানুষই তা খেয়ে থাকেন, কারণ ঢোখে পড়ায় ধরা পড়েছে। মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ওষুধে, পরীক্ষার দরকারে আরেক হাসপাতালে পাঠিয়ে আজাদি কা অমৃত মহা উৎসবের কাণ্ডজে হিসাব ঠিক গেছে, বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির হয়েছে।

কাঁদলো গ্রাম

● প্রথম পাতার পর ১৭ বছর বাঘেদের বাঁচটা রীতিমত রেকর্ড। ২৯টি শাবকের জন্ম দেয়া এই বাঘিনীকে অনেকে ‘সুপার মম’ নামেও ডেবনে। ২০১০ সালের ২৩ অক্টোবর বাঘিনীটি একসঙ্গে ৫টি শাবকের জন্ম দেয়। এই রেকর্ডও বাঘেদের ক্ষেত্রে আর পাওয়া যায় না। এই দেশে বাঘসংরক্ষণের প্রচেষ্টায় দারুণ অবদান রয়েছে ‘ক্লারওয়ালির’। পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়, বনসমীক্ষার কাজে জনপ্রিয় এই বাঘিনী, জিপের শব্দ শুনেই জঙ্গলের কাঁচা রাস্তায় চলে আসতো। কখনও পর্যটকদের আক্রমণ করেনি সে। মধ্যপ্রদেশের বন বিভাগের পরিচালনায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় আদিবাসী নেতা শাস্তা বাই তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখাণি করেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিজে টুইট করে বাঘিনীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

আমরা বাঙালির শহিদান দিবস

● চারের পাতার পর নিহত হয়েছিলেন। এরপর থেকেই এই দিনটিকে শহিদান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এদিন কল্যাণপুরে শহিদান দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের নেতৃত্বধরা এদিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। আগামী দিনেও বাঙালিদের স্বার্থে রাজ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার স্বার্থে আমরা বাঙালি দল সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বলে শহিদান দিবস থেকে ঘোষণা করে। যদিও গুটিকয়েক সমর্থকদের নিয়ে এই কর্মসূচি প্রতিপালিত হতে দেখা গেছে কিন্তু তার পরেও রাজনৈতিকভাবে কল্যাণপুরের আমরা বাঙালি দলের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

টিপস কর্তৃপক্ষের সাফাই

● তিনের পাতার পর জন্য রাজ্য সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী স্ট্যাভার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর করা হয়েছে। সেখানে যাতে ব্যাচ ব্যাচ থাক করে সামাজিক দূরত্ব মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং কারোর উপসর্গ থাকলে আগে থেকে বড় নেওয়ার সবকিছু বলা হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রীরা হেলথ ডিক্লারেশনও জমা দিয়েছে পরীক্ষার জন্য। টিপস ম্যানেজমেন্ট চায় যে ভবিষ্যতে রফ্টলুইন ওয়ারিয়াররা যেন ভালোভাবে তৈরি হয় এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমরা জানি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুবই ওঁবিতের এবং ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো। কিন্তু তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ, প্যারামেডিক্যাল ও নার্সি এর সবকিছুই অফলাইনে হওয়াটা জরুরি। তারা সবাই একসঙ্গে জড়া হয়ে কলেজ গেটে বিক্ষুব্ধ করলে এবং মিডিয়াতে আপলোড করলে তাদের করোনা হবে না, কিন্তু একসঙ্গে এগজামিনেশন দিতে এলে বেশি গেসদারি হবে এবং তাদের করোনা হবে এটা মানা যায় না। এই সবের জন্য টিপস কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ দিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে। গত ১০ জানুয়ারি উচ্চশিক্ষা দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি এবং ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এক্‌কেশন এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অতিসত্বর হোস্টেল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু অনেকে ছাত্রছাত্রী হাসপাতাল ডিউটি, ক্লিনিকাল ক্লাস ও ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছিলো, সেজন্য বিগত এক সপ্তাহ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে হোস্টেল বন্ধ করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা বহিরাঙ্গীরা থেকে এসেছে তারা অনুস্থ, তারা চাইলে হোস্টেলে থাকতে পারে এবং যাদের সিম্পটন আছে তারা হচ্ছে করলে কোভিডের স্টেট করতে পারে। এ বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট হোস্টেল ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর আটক করেনি। তবে একটি মহলের দাবি, চ্যানেলের কেউ যুক্ত না থাকলে ব্যক্তিগত এই অডিও-ভিডিও সম্প্রচার হতো না।

মৃত ছেলে

● আটের পাতার পর অবস্থায় মারা যায় জটন। এই ঘটনায় মেলাঘর থানায় মামলা হয়েছে। মামলা হওয়ার আগে থেকেই খুনি বাবা পালিয়ে গেছে। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে। মৃতের মা জানিয়েছেন, প্রায়শই নেশাপ্রস্ত অবস্থায় বাবা ছেলে বগড়া করতো। দু’জনের মধ্যে হাতাহাতিও হতো। তবে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করবে তা বুঝতে পারেননি।

বীরজিতের থাবা

● চারের পাতার পর বাড়াচ্ছেন বলে খবর। এই সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে এই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। আবার কোনও কোনও মহল থেকে রাজ্য রাজনীতিতে পোড় খাওয়া কংগ্রেসী নেতাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে এআইসিসি-ও রণকৌশল ঠিক করেছে। হয়তো যারা কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছে তাদের দলেরই সাইনবোর্ড খুলবে। কর্মী সমর্থক নেতারা আবার ফিরে আসবে মূলভোটে।

তৃণমূল-বান্ধব

● ছয়ের পাতার পর করছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল না জানালেন, সিপিএম প্রধান সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ক্ষমতাসীল বিজেপিকে পরাজিত করতে তারা সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থন করবে। উত্তরপ্রদেশে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে ৪০৬টি আসনে বিশালসভা নির্বাচন হবে সাত দফায়। সেই নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে স্বচ্ছবন্ড লড়াইয়ের বার্তা ছড়াবে। সমর্থনের কণা জানিয়েছেন ইয়েচুরি।

ত্রিপুরা গেমস

● সাতের পাতার পর আর্থিক সাহায্য প্রায় বন্ধ তখন ক্রীড়া দফতর ওকালত ভলিবল তো কখনও ক্লাব ফুটবল করছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে না ভলিবল সংস্থা না ফুটবল সংস্থাকে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এবার দাবি, ক্রীড়া দফতর যেন ত্রিপুরা গেমসের সূচনা করে। জাতীয় স্কুল যোগাসন যখন হচ্ছে না। বিভিন্ন জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় যখন রাজ্য দল যাচ্ছে না তখন ঝেঁচে যাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খেলোয়াড়ায় খরচ করা যেতে পারে। সেখানে ত্রিপুরা গেমস হতে পারে। অটটি জেলাকে নিয়ে হতে পারে ত্রিপুরা গেমস। নির্বাচিত ১০-১২টি ইন্ডেট নিয়ে হতে পারে ত্রিপুরা গেমস। ফুটবল, ভলিবল, বান্ধেক্টবল, হ্যান্ডবল, খো খো, কাবাডি, যোগাসন, টেবিল টেনিস, জুডো, ক্রিকেট নিয়ে হতে পারে ত্রিপুরা গেমস—দাবি ক্রীড়া মহলের।

উদ্‌ব্লগ ছাত্র সংগঠন

● চারের পাতার পর করোনা সংক্রমিত ছাত্র অথচ তাদের পৃথক ক্রেে রাখা হয়নি। এমনকী শিক্ষকরাও সংক্রমিত অথচ বিভাগ বন্ধ করাই হচ্ছে না। ৫০ শতাংশ ক্যাশিটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে দুই শিফটে ক্লাস করার গাইডলাইন মানাচ্ছে না ইকফাই কর্তৃ পক্ষ। পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম এক মাস সময়সীমা দিতে হবে দাবি করেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবিকে সমর্থন করে কর্তৃ পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন, সবাই যাতে সঠিক পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারে তার জন্য ন্যূনতম একমাস সময়সীমা দিতেই হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা ফি দিয়ে ভর্তি হয়ে যদি ফেল করে তার দায় কর্তৃপক্ষ নেবে কি? এই প্রশ্ন তুলে তিনি ইকফাই কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে দাবিটি মেনে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অন্যথায়, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সংগঠন সবাই অভিভাবক হয়ে দাবি করেন। আইসার রাজ্য কমিটির তরফে দিব্যেন্দু মজুমদার এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সকলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে কোথাও কোথাও রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে খোদ অভিভাবকদের তরফ থেকে।

প্রভাবশালীদের গাঁজা বাগানে পুলিশের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। তথাকথিত নেশামুক্ত রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। কেন না রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার ঘোষণা দিলেও প্রতিদিনই রাজ্যের আনাচে-কানাচে নেশা সামগ্রী বিক্রি চলছে। নেশা কারবারিও জালে ধরা পড়ছে। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না নেশার ব্যবসা। অভিযোগ, প্রভাবশালীদের ক্ষমতার জোরেই চলছে নেশার ব্যবসা। মাঝেমধ্যে পুলিশ গাঁজা বাগান ধ্বংস করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিলেও এর পেছনে থাকে অন্যরকম খেলা। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি নাগরিকরাও গাঁজা



এসে গাঁজা চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও পুলিশ সেই বাগান ধ্বংস করে না। সোমবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘনিয়ামারা ও নেহালাচন্দ্রনগরে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজারের বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। কিন্তু কোন গাঁজা চাষি গ্রেফতার হয়নি। যে টুটি জায়গায় পুলিশ অভিযান সংগঠিত করেছে তার সাথেও প্রভাবশালীদের নাম জড়িয়ে আছে বলে খবর। তবে প্রভাবশালীদের নাম জড়িত থাকার পরও পুলিশ কিভাবে হানা দিল তা নিয়েই এখন আলোচনা জমে উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, ওই বাগান নিয়ে কোন রফা হয়নি বলে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। সেই কারণেই তো গজারিয়া, চেলিখলা, বংশীবাড়ি, সূতারমুড়া এলাকায় গাঁজা বাগান গড়ে উঠলেও পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় না।

অতিমারি কালে অনাথ ১০ হাজার শিশু, বাবা অথবা মাকে হারিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ

নয়াাদিনি, ১৭ জানুয়ারি।। অতিমারি কালে দেশের কতজন শিশু অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে, তা সুপ্রিম কোর্টকে জানাল জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর)। বিগত কয়েক মাস ধরেই এ ব্যাপারে রাজ্য ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছিল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি হলফনামা পেশ করে এনসিপিসিআর জানিয়েছে দেশে অতিমারি চলাকালীন অভিভাবক হারিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ শিশু। দেশে অতিমারি চলাকালীন ২০২০-র এপ্রিল মাস থেকে ২০২২ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই দেড় লক্ষ শিশু হয় বাবা অথবা মা কিংবা তাঁদের দু’জনকেই হারিয়েছে। এনসিপিসিআরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাবা-মা দু’জনকেই হারিয়েছে অনাথ হয়েছে ১০ হাজার ৯৪ জন শিশু। কোনও একজন অভিভাবককে হারিয়েছে, ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯১০ জন। এ ছাড়া ঘরহীন হয়েছে ৪৮৮ টি শিশু। এই শিশুদের অধিকাংশেরই বয়স ১৩ বরর বা তার চেয়ে কম। তবে ১৪-১৫বছর বয়সীও রয়েছে ২২ হাজার ৭৬৩ জন। রাজ্যভিত্তিক তথ্য মিলিয়ে দেখা গিয়েছে অভিভাবক হারানো এই শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু ওড়িশার বাসিন্দা। তারপর যথাক্রমে রয়েছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়া। তবে এনসিপিসিআর জানিয়েছে, এই সব শিশুদের অভিভাবকরা প্রত্যেকেই কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তা নয়, অনেকের অন্য রোগে আক্রান্ত হয়েও মৃত্যু হয়েছে।

সিপিএমের অফিস লাল রং করে দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি।। চারিদিকে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভাষা সঙ্গাস আর হানাহানির যুগে, ১১১ নং ওয়ার্ডে অনারক্ষর রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি করলেন সদ্যজয়ী তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপ দাস। নিজেই লাল রংয়ে রাঙিয়ে দিলেন সিপিআইএমের উদ্বাস্ত সংগঠনের অফিস, দীশেশ স্মৃতি ভবন। যা ২০১৭ পর্যন্ত সিপিআইএম-এর এল সি অফিস ছিল। একটা সময় পর্যন্ত বলা হত, ১১১ নং ওয়ার্ডে কোনও প্রার্থীর দরকার হয় না। কলকাতা কর্পোরেশন ভোটে সিপিআইএম-এর কাস্তে, হাতুড়ি, তারা চিহ্নের কোনও পতাকা খুলিেন, রাখলেও হাসতে হাসতে জিতে যাবে সিপিআইএম। ১১১ নং ওয়ার্ড ছিল সিপিআইএমের লাল দুর্গ। আর সেই লাল দুর্গের হেডিঙয়েট প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যকে হারিয়ে এবার ১১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হয়েছেন তৃণমূলের সন্দীপ দাস। উষাধর্মী মার্চ সংগম তৃণমূল ক্যাংগ্রেসের ওয়ার্ড অফিসের পাশেই সিপিএমের দীশেশ স্মৃতি ভবন। আর তার পাশেই বিশাল জঙ্গল। কাউন্সিলর হয়েই জঙ্গল পরিষ্কারের সময়েই সিপিএমের সংগঠনের অফিসটি দেখে কিছুটা হতশ হয়ে পড়েন সন্দীপ। রং চটে গিয়ে জঙ্গলে ঘেরা কিছুটা অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে দীশেশ স্মৃতি ভবন। সন্দীপ ঠিক করেন, তৃণমূলের ওয়ার্ড অফিস যদি রং করে পরিষ্কার রাখা হয়, তাহলে পাশের সিপিএমের অফিসটিকেও বাঁ চককে করতে হবে। সেইমতো বিদায়ী কাউন্সিলর চয়ন ভট্টাচার্যকে গিয়ে সন্দীপ বলেন, “আমাদের অফিসের পাশাপাশি আপনাদের অফিসটিকেও আমরা সুন্দর করে লাল রং করে দিতে চাই।” এ প্রসঙ্গে সন্দীপ দাসের বক্তব্য হল, “আমি পুরো ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সেখানে ওয়ার্ডের সবার উন্নতি দেখাটাই আমার কাজ। আমাদের অফিস সুন্দর রংয়ে রাজানো হবে, আর ওদেরটা অপরিষ্কার থাকবে, এটা হতে পারে না। তাই রচয়ন দাঁকে মনের কথা বলে লাল রং করে দিই। তবে ওনারের সিনিয়র নেতারা এই হংয়ের পুরো খরচটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি অর্থ নয়। ওদের আশীর্বাদ চেয়েছি। আর চেয়েছি ওয়ার্ডের উন্নতিতে ওদের বেরিয়ে পড়েন মহকুমাসরকার নেতৃত্বে একটি টিম। তারা শক্তিশালী প্রসঙ্গে সিপিএমের সদ্য পরাজিত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য বললেন, “এলাকায়, রাজনৈতিক সৌহার্দ্যর পরিবেশ আমরাও চাই। কিন্তু দেখতে হবে, এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না।

নতুন আক্রান্ত ৬৪১

● তিনের পাতার পর করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এর মধ্যেই ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। আপাতত এই রাজ্যগুলিতে সভা-মিছিল স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্র সরকার এখনও করোনা মোকাবিলায় ভ্যাকসিনের উপর জোর দিচ্ছে। শুরু হয়েছে গোটা দেশে বুস্টার ভোজ দেওয়া।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

● তিনের পাতার পর এক বিবৃতিতে এ খবর জানান। তিনি জানিয়েছেন, তাপস সাহা’র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী ২০ জানুয়ারি সকল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যের সব বিলিতি মদের দোকান বন্ধ রাখা হবে।

শিকার রামের অফিসারো

● তিনের পাতার পর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বাজারগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। অনেকে আবার লকডাউন-এর কথাও তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বাজারগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়েন মহকুমাসরকার নেতৃত্বে একটি টিম। তারা শক্তিশালী রোডের বিভিন্ন দোকানেই ঘুরে দেখেন। অনেককে মাস্কবিহীন অবস্থায়ও পান। প্রশাসনের টিম দ্রেক্টা এবং বিক্রেতাদের সতর্ক করেছে।

ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যে বৈবাহিক ও আত্মিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। সোমবার অভয়নগরে পুথিবা লাই-হারাওবা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মণিপুরীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে মণিপুর সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য মুতুম মানিতানকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তর-পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সর্বোপরি রাজ্যগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক পারস্পরিক সুসম্পর্ক। বিগত দিনে যা অনেকাংশেই ঘটিত ছিলো। এর ফলশ্রুতিতে উত্তর ও পূর্বের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে দ্রুততার সঙ্গে সমাধানস্বরূপ বের করা সম্ভব হচ্ছে। যাতে লাভবান হচ্ছেন এই অঞ্চলের জনগণ। বিগত দিনে এই ধরনের আন্তরিকতার ঘাটতির ফলে বিভিন্ন সমস্যার দীর্ঘসূত্রিতা

অনেকাংশেই মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য শাসিত ত্রিপুরা থেকেই মণিপুরের সঙ্গে এই রাজ্যের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্যেও এক

আদান-প্রদানে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জনসংখ্যাগত দিক থেকে তুলনামূলক কম ও সমস্ত অংশের জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা অনুসারে তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় ও

পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগুচ্ছে ভারত। এরই ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। দেশব্যাপী মহিলা ক্ষমজিকরণের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে মণিপুরী সমাজের মহিলারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার নিজির রাখছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশের পাশাপাশি এই অঞ্চলের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ চিরাচরিত সাংস্কৃতিক চর্চাগুলিও যোগ্য সম্মান দিয়ে পেয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি করোনা আচরণবিধি যথাযথ প্রতিপালনের লক্ষ্যে আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বহুকাল ধরেই ত্রিপুরা এবং মণিপুরের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গতি এসেছে। রাজ্য না থাকে গতি চলে আসা এই সম্পর্ক বর্তমানে এক নতুন রূপ পেয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, খাদি ও গ্রামীণোদ্যোগ পর্যদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর হীরালাল দেবনাথ, পুথিবা লাই-হারাওবা কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন দত্ত, সম্পাদক দীপক কুমার দিনহা প্রমুখ।



একোৱর ছবি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় উন্নয়নের এক নতুন দিশা পেয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত। সদ্য ঢাকা হওয়া আগরতলা থেকে মণিপুরের জিরিবাম পর্যন্ত রেল সংযোগ এই দুই প্রদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ও বহুমুখী

পরম্পরাগত চর্চার সুযোগ সুনিশ্চিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ত্রিপুরার মধ্যে এক একোৱর ছবি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ঐতিহ্য ও

হঠাৎ মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রীর কথা মনে

পড়লো প্রশাসনের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৭ জানুয়ারি।। মহকুমাজুড়ে একাংশ স্বার্থা্বেষী ব্যবসায়ীর পদতে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগ থাকলেও প্রশাসনের তরফ থেকে এতদিন ধরে কোন অভিযান লক্ষ করা যায়নি। সোমবার হঠাৎ অমরপুর মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য



দফতরের যৌথ উদ্যোগে অমরপুরের বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়। মূলত এদিনের অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন সদ্য নিযুক্ত ডিসিএম পামির কর্মকার। তার নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করতে পেরেছে প্রশাসন। অধিকাংশ ভেজাল খাদ্য সামগ্রী প্রশাসনের তরফে ধ্বংস করা হয়। সেইসঙ্গে এ ধরনের কার্যকলাপ যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা বার্তা দেওয়া হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে ডিসিএম পামির কর্মকার জানিয়েছেন। যদিও এ দিনের অভিযানে কাউকে জরিমানা কিংবা আটক করতে পারিনি প্রশাসন।

অভিযানে নেমে দুর্ব্যবহারের শিকার রামের অফিসারেরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। মাস্কের জন্য অভিযানে নেমে দুর্ব্যবহার পেলেন প্রশাসনের টিম। সোমবার মাস্কের জন্য শহরের বিভিন্ন হোটেল এবং মার্কেট কমপ্লেক্সে অভিযান করেন মহকুমাশাসক অসীম সাহার নেতৃত্বে একটি টিম। কিন্তু শহরের শক্তুল্লা রোডের আয়তরমা সেন্টারে অভিযান করে পান্টা দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয় সদর মহকুমাশাসকের টিমকে। প্রতিবাদের মুখে পড়ে খালি হতেই ফিরতে হয় মহকুমাশাসকের টিমকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও বক্তব্য নেই রাজ্য প্রশাসনের। জানা গেছে, সদর মহকুমাশাসকের টিম গত তিনদিন ধরে বাজারগুলিতে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব দেখাতে অভিযান করছে। তারা ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জরিমানাও করছে। সোমবারও যথারীতি এই টিম বাজারগুলিতে বের হয়। আয়তরমা সেন্টাম-এ মেট্রো বাজারে গিয়ে

অনেককেই মাস্কবিহীন অবস্থায় পান মহকুমাশাসকের টিম। কিন্তু তাদের জরিমানা করতে গলে পান্টা দুর্ব্যবহার করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের মিছিল-মিটিং-এ নেতারা মাস্ক না পরলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কোনও জরিমানা করেন না। শুধু তাই নয়, শাসকদলের বিধায়ককেও ভিড়ের মধ্যে মাস্কবিহীন অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন সাধারণ নাগরিকরা জরিমানা দেবেন? পান্টা দুর্ব্যবহার সহ্য করেই মহকুমা শাসকের টিমকে মেট্রো বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এই ঘটনায় মহকুমাশাসকের বক্তব্য, শাসকের টিমকে মেট্রো বাজার থেকে বিবায়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ চিন্তা করবে। করোনা অভিমারিতে আগরতলা শহর এখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় রয়েছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই ছেয়ে যাচ্ছে করোনা।

এরপর দুইয়ের পাতায়

টিপস কর্তৃপক্ষের সাফাই

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স এর প্যারামেডিক্যাল সেকশনে ১৭ জানুয়ারি থেকে ইন্টারনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিলো। কলেজে পরীক্ষার নোটিশ দেওয়া হয় ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে। যেহেতু ক্লিনিক্যাল ক্লাস হাসপাতালে হয়, স্টুডেন্টসরা ক্লাস করতে গেলে কোভিড পজিটিভ হয়ে যায়। টিপস ম্যানেজমেন্ট তৎক্ষণাৎ ওই ছাত্রদের আলাদা করে আইসোলেশন রুম রাখার ব্যবস্থা করে। চার/পাঁচ জন ছাত্রছাত্রী যারা কোভিড পজিটিভ হয়ে যার, বিগত এক সপ্তাহ ধরে আলাদা ঘরে থেকে এখন তারা অনেকটাই সুস্থ। দুই/তিনজন শিক্ষিকাও কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তারা যেম আইসোলেশনে আছেন। কলেজের প্রবেশদ্বারে দেহের তাপ পরিমাপের এবং স্যানিটাইজেশন এর ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া স্যানিটাইজেশন চ্যানেল এর ব্যবস্থা আছে এবং সবাইকে এর মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয়। কলেজের ক্লাসরুম ও অন্যান্য জায়গা নিয়মিতভাবে কলেজ গুরু হওয়ার আগে স্যানিটাইজেশন করা হয়। সাধারণত কোভিড-এর কোনও লক্ষণ না থাকলে কাউকে কোভিড-এর পরীক্ষা করানোর দরকার নেই। গত ১০ জানুয়ারি ডাক্তারিক দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেহেতু বাইরের ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেল-এ আছে, হোস্টেল না বন্ধ করে নিরাপত্তা সতর্কতা নিয়ে হোস্টেল চলছে। তাতে নতুন করে কোনো ছাত্র আর কোভিড পজিটিভ হইনি বা সিস্পন্ট নেই। গত দুদিন ধরে বাইরের কোনও উল্লানিতে টিপস-এর হোস্টেল এর ছাত্ররা বলতে থাকে যে তারা অফলাইন এ পরীক্ষা দেবে না। হেলথ সায়েন্স কোর্সে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা অফলাইনে হতে হবে। অনলাইনে এইসব কোর্স-এর গুণগত মান ঠিক থাকে না। ত্রিপুরা সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী টিপস কলেজ এর গত সপ্তাহ কলেজ বন্ধ ছিলো, সবরা সুরক্ষার জন্য। যেখানে সমস্ত স্কুল কলেজ খোলা, ক্লাস চলছে সব জায়গায়। শ্রোত্রে শুধু পরীক্ষা দিতে এলে কোভিড হয়ে যাবে এটা যুক্তিযুক্ত নয়। পরীক্ষার

এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশের হেফাজতে সন্দেহজনক গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। সোমবার রাতে চড়িলাম এলাকার ধাবার সামনে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটক করে। এই গাড়িকে ঘিরেই নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছুটে গিয়ে গাড়ির চাকায় জাম লাগিয়ে দিয়ে আসে। জানা গেছে, চড়িলাম এলাকার নতুন ধাবার মালিক বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেন দীর্ঘ সময় ধরে টিয়ার০১বি০৪৬৫ নম্বরের একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরেই বিএসএফের সাথে বামেলো চলছিল কয়েকজন যুবকরা। ওই সময় নাকি গাড়িটি ধাবার সামনে রেখে চালক নেমে চলে যায়। এরপর প্রায় দুই ঘন্টা পার হয়ে গেলেও গাড়ির চালকের কোন হদিশ নেই। নাকি গাড়িটি অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত তাও স্পষ্ট হয়নি। ধাবার মালিক অভিযোগ করেন সেখানে পার্কিং করার জায়গা না হলেও কোন কিছু না বলেই গাড়িটি রেখে চালক বামেলোস্থলে চলে যায়। তারপর আর চালক গাড়ি নিতে আসেনি। ধাবার মালিক আশপাশে চালককে খোঁজ করে না পেয়ে তিনি খবর দেন বিশালগড় থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে গাড়িটি থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়ি লক হওয়ায় না এনে চাকায় পুলিশের কাজে ব্যবহৃত জ্যাম লাগিয়ে দিয়ে আসে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর পেছনে কোন রহস্য থাকতে পারে। না হলে একেবারে ধাবার সামনে গাড়ি রেখে যাওয়ার কথা নয়। নাকি গাড়ির মালিক বা চালক অন্য কোন কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে তা পরেই জানা যেতে পারে।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। প্রয়াত হয়েছেন আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারের ৪নং বিলিতি মদের দোকান মালিক তাপস সাহা। গত ১৫ জানুয়ারি সকাল ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ তিনি



শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার প্রয়াণে শোকবাত্ত বরছেল ছাত্র ত্রিপুরা রিট্রেল লিবার ভেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক সূত্রত সাহা।

এরপর দুইয়ের পাতায়

করোনা মোকাবিলায় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ১৭ জানুয়ারি।। করোনাকে রাজ্যে বিগত দিনে যেভাবে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে ঠিক তেমনি এবারও আমাদের প্রত্যেককে করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমসারির যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী ও আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সোমবার জিরানিয়া অগ্নিবাণা হলে জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় একত্থা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বিশেষ করে বাজারগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় তিনি বলেন, সরকারি বিধিনিষেধ অবশ্যই মানতে হবে, যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা ইত্যাদি। তিনি বলেন, বাজারগুলোকে সময় সময় স্যানিটাইজ করতে হবে। এ ব্যাপারে নগর পঞ্চায়েত ও পুর

পরিষদকে দায়িত্ব নিতে তিনি বলেন। তাছাড়া বাজারগুলিতে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি জোর দেন। জিরানিয়া মহকুমায় ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাস রয়েছে। এখানে প্রতিদিন বাইরে থেকে মালবাণী ট্রাক আসে। তাই এখানে বিশেষ নজরদারি রাখার জন্য মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে তিনি নির্দেশ দেন। এই ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাসে যারা আসছে প্রত্যেককে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী যুবক ও যুবতীদের কোভিড টিকাকরণের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন তথ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এ ব্যাপারে মহকুমা প্রশাসন থেকে ৮৯৫৮ জনের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশ টিকাকরণ হয়ে গেছে বলে সভায় জানানো হয়। যেখানে টিকাকরণের সংখ্যা কম রয়েছে সেখানে জন

স্বাস্থ্যকর্মীদের বলেন। স্বাস্থ্য দফতরের পরিকাঠামো নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এখন আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খুবই ভালো। সোমবার-এর সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, বেলবাড়ি বিএসি চেয়ারম্যান রবেন দেববর্ম, জিরানিয়া বিএসি চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্ম, জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, মহকুমাশাসক জীন কৃষ্ণ আচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রী প্রসাদ দাস, জিরানিয়া, পুরাতন আগরতলা, মানদাইরকে বিডিওগণ সহ বিভিন্ন বাজার কমিটির প্রতিনিধিগণ, সমাজসেবী গৌরাদ ভৌমিক, সমাজসেবী অভিজিৎ দেববর্ম এবং রানিরবাজার থানার ওসি সোমেন দাস উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জিরানিয়া ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাস পরিদর্শন করেন।

জামিনে মুক্ত চার নারী নেত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। পুলিশকে কর্তব্যে বাধা এবং জখম করার অভিযোগ থেকে জামিন পেলেন চার নারী নেত্রী। পশ্চিম জেলার সিজেএম আদালত থেকে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির চার নেত্রী শর্তসাপেক্ষ জামিন পান। এরা হলেন ছায়া বল, বার্ণা দাস বৈদ্য, কৃষ্ণা রক্ষিত এবং

গাড়িতে তোলায় চেষ্টা করে নারী নেত্রী লিপিকা চৌধুরীকে। তিনি টানাটানিতে আহত হন। এই ঘটনায় চার নারী নেত্রীর নামে পুলিশ একটি মামলা নেয়। শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ এনে নারী নেত্রী লিপিকা চৌধুরী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ পুলিশ এফআইআর হিসেবে



লিপিকা চৌধুরী। অন্যদিকে লিপিকা পুলিশের ডিএসপি মীনা দেববর্মার বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশে ওই অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে নথিভুক্ত করতে হয় পশ্চিম মহিলা থানাকে। ২০২০ সালের ১ জুন শহর মিলে বেরিয়ে বার্ণা দাস বৈদ্য নিয়েছিলো নারী সমিতি। পুলিশ অসম্মতি না দেওয়ায় নারী সমিতির নেত্রীরা মেলারাস্থ থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করেন। তাদের রাস্তায় বের হতেই আটক করে পুলিশ। ডিএসপি মীনা দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে

নেয়নি। অন্যদিকে চার নেত্রীর নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩, ৩৩২, ৩৩০ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নেয়। এই মামলার আদালতের নোটিশ পেয়ে সোমবার হাজির হন চার নারী নেত্রী। তাদের হয়ে আদালতে জামিন চেয়ে সুওয়াল করেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্ম। শর্তসাপেক্ষ জামিন দেওয়া হয়। এদিনে বেরিয়ে বার্ণা দাস বৈদ্য বলেন শাসক বিজেপি গোটা রাজ্যেই প্রতিনিয়ত মিছিল সভা করছেন। বিরোধী দলগুলি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে বের হলেও তাদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। পান্টা তাদের বিরুদ্ধে মামলাও নেওয়া হয়েছে।

ইগনোর ছাত্রছাত্রীদের কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার শিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। দূরশিক্ষার মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স এমনকী বিএড কোর্সে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পঠনপাঠনের জন্য নির্ভরশীল। যেসব ছাত্রছাত্রী নানা কারণে রেগুলার মোডে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠনপাঠন করতে পারে না অথবা সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতদের নিকট ইগনো-এ দূরশিক্ষা মুডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোনও বিকল্প নেই। সেসব ছাত্রছাত্রীরা ইগনো কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অব্যবস্থার কারণে অনিশ্চিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করলেও কোন সুরাহা না পেয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পিপলস ইন্টারন্যাশনাল ইতিমধ্যে স্বনামখ্যাত ইগনো'র ছাত্রছাত্রীরা এখন পরিস্থিতিতে মধ্যে পড়বেন তারা কিংবা তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা কখনও ভাবেননি। ত্রিপুরা রাজ্যের সবকটি ইগনো স্টাডি সেন্টারগুলি

এই অব্যবস্থার শিকার। গত বছর (২০২১ইং) জুলাই-আগস্ট মাসে যেসব ছাত্রছাত্রী স্নাতক অথবা মাস্টার ডিগ্রি কোর্সে নাম অনলাইনে রেজিস্ট্রি করে ভর্তি হয়েছে তারাও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে— এমন অসংখ্য তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, একজন ছাত্রী পাবলিক আডমিনিস্ট্রেশন (অনার্স) কোর্সে গত আগস্ট মাসে ভর্তি হয়েছে। তিনমাস পর এডমিশন কনফারমেশন সংক্রান্ত তথ্য এসেছে মেয়েটির ই-মেল ঠিকানায়। এরপর নয়াদিল্লিতে ছেড কোয়ার্টার থেকে ছাত্রীটিকে জানানো হয়েছে তার স্টাডি মেটেরিয়ালস বা বইপত্র ডাকযোগে ছাত্রীর বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে কিন্তু গত দু-মাস ধরে ডাকেরে বারবার যোগাযোগ করেও বইপত্র পাওয়া যায়নি। তখন ছাত্রীটি ইগনো'র গ্রিডেন্স সেলে এ সংক্রান্ত অভিযোগ পাঠালে উত্তর আসে আগরতলায় রিজিওনাল সেন্টারে যোগাযোগ করলে তারা জানায়

নয়াদিল্লিতে ইগনো'র হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করে। রিজিওনাল সেন্টারে ল্যান্ডলাইন নম্বরে ডায়াল করলে রিসিভার তুলে সেটি উণ্ড করে রেখে দেওয়া হয়। কথা বলা সম্ভব হয় না। অথচ ইগনো'র গাইডলাইন মতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ ৩১ মার্চের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট (সবকটি বিষয়ের) স্টাডি সেন্টারে জমা করতে হবে। জুন মাসে ছেড টার্ম-অ্যাস গণজমিনেশন। শ্রদ্ধেয় পাঠক, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটির প্রথম বর্ষের ৭ মাস ইতিমধ্যে চলে গেছে। অবশিষ্ট ৫ মাসে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে পঠনপাঠন করে পরীক্ষায় বসতে পারবে কি? বসতে পারলেও ফলাফল কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটির মত রাজ্যের সন্ত শত ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই ইগনো কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অব্যবস্থার শিকার। পাশাপাশি কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে। কর্তৃপক্ষ যদি উ পরোক্ষ সমস্যার সমাধানে সক্রিয় না হয় তবে ইগনো-এ পাঠরত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর একটি বছর বরবাদ হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে বৈকি?

সংক্রান্ত তথ্য মতে, একজন ছাত্রী পাবলিক আডমিনিস্ট্রেশন (অনার্স) কোর্সে গত আগস্ট মাসে ভর্তি হয়েছে। তিনমাস পর এডমিশন কনফারমেশন সংক্রান্ত তথ্য এসেছে মেয়েটির ই-মেল ঠিকানায়। এরপর নয়াদিল্লিতে ছেড কোয়ার্টার থেকে ছাত্রীটিকে জানানো হয়েছে তার স্টাডি মেটেরিয়ালস বা বইপত্র ডাকযোগে ছাত্রীর বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে কিন্তু গত দু-মাস ধরে ডাকেরে বারবার যোগাযোগ করেও বইপত্র পাওয়া যায়নি। তখন ছাত্রীটি ইগনো'র গ্রিডেন্স সেলে এ সংক্রান্ত অভিযোগ পাঠালে উত্তর আসে আগরতলায় রিজিওনাল সেন্টারে যোগাযোগ করলে তারা জানায়

দুই মাস ধরে মজুরি বঞ্চিত পরিয়ায়ী শ্রমিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। আবারও ওএনজিসি'র সাথে যুক্ত এক বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা মজুরি বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন। সোমবার শ্রমিকদের বিক্ষোভ সংগঠিত হয় ধর্মনগরের বটরশি



এলাকায়। গত ৬ মাস ধরে তারা সেখানে কাজ করছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ২ মাস ধরে তাদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের রেশন বন্ধ। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে তারা কর্মরত। এই কোম্পানির মালিক গঙ্গাধর এবং ম্যানেজার ডিকে জৈন। বহিরাঙ্গের

২৬৭ জন শ্রমিক ওই সংস্থায় কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪পর্ণগনা থেকে গত নভেম্বর নাগাদ শ্রমিকরা ধর্মনগরের বটরশিতে এসে কাজ শুরু করেন। বিশেষ করে ড্রিলিং-এর কাজের সাথে যুক্ত তারা। তবে এই সংস্থার

পরিবারের সদস্যরা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের কাছে এখন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মত টাকাও নেই। কোম্পানি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক শ্রমিক জানান, এখনও পর্যন্ত কোম্পানির কাছে তাদের পাওনা ৮৪ লক্ষ টাকা। এর আগে

সকাল থেকে বটরশিহিত ওই সংস্থার অফিসের সামনে শ্রমিকরা ধনায় বসেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন যদি পারিশ্রমিক মিটিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা লাগাতর ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এদিন দুপুর নাগাদ মালিক পক্ষ আরক্ষা প্রশাসনের সাহায্য নেয়। টিএসআর জওয়ানদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসে মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ড্রিলিং বাবদ ৫২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন তারা ৫৫ হাজার টাকা চাইছেন। এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পারিশ্রমিক প্রদান বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকরা এও জানান, ধর্মনগরের নেতাদের সাথে তাদের কথা হয়েছে। তারা নাকি আশ্বস্ত করেছেন বকেয়া পারিশ্রমিক পাইয়ে দিতে সাহায্য করবেন। কিছুদিন আগেও তেলিয়ামুড়ায় একই ধরনের আন্দোলন দেখা গিয়েছিল।

মতিনগর কাণ্ডের মীমাংসা সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। বিএসএফ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে রবিবার যে সংঘর্ষ ঘটেছিল তার মীমাংসা হয় সোমবার। এদিন বিকেলে সোনামুড়ার ইউএনসিনগরে বিএসএফ এবং গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে মীমাংসা সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামবাসীদের পক্ষে আইনজীবী জলিন্দর রহমান, জহিরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন, আবুল খায়ের ইয়াসিন মিয়া, ইমাম হোসেন প্রমুখ। বিএসএফ'র পক্ষে ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়ামের কমান্ডেন্ট, কোম্পানি কমান্ডার সহ আরও অনেকে। মহকুমাশাসক রতন ভৌমিক এবং অতিরিক্ত মহকুমাশাসক ডেভিড ডালগাঁও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে দু'পক্ষের তরফ থেকে নিজেদের বক্তব্য জানানো হয়। এর পর মীমাংসাকারীরা গোটা ঘটনাক্রিকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে



দু'পক্ষে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই রবিবারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী সময় বিএসএফ'র তরফ থেকেও প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে মীমাংসাকারীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ওই ঘটনায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিএসএফ'র তরফ থেকে সেই দাবি নাকি মেনে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে পুনরায় যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে উভয়পক্ষকে বলা হয়েছে। সবাই যাতে শান্তিসম্প্রীতির মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার সোনামুড়ার মতিনগর এলাকায় বিএসএফ এবং সাধারণ নাগরিকদের খন্ড যুদ্ধে পরিস্থিতি রক্তক্ষয়ের রূপ নিয়েছিল। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছিলেন তাদের উপর লাঠিচাঙ করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। এমনকী এক রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয় বলেও গ্রামবাসীদের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ জানুয়ারি।। রবিবার স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন কলেজ ছাত্র টুটন দেবনাথ। ১২ বছরের ওই যুবক জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লাড়়ে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। সোমবার সকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময় মরনাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। টুটনের মৃতদেহ কল্যাণপুরে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কামার রোাল পড়ে যায়। গত রবিবার কল্যাণপুর থানাধীন তোতাবাড়ি এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন ওই যুবক। স্কুটিটি রাস্তার পাশের বিদ্যুতের পিলারে ধাক্কা খায়। যার ফলে টুটনের মাথার সামনের অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে তাকে ডিডিঘড়ি

জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। কোনোরকভাবে রাত কেটে গেলেও সোমবার সকালে ওই যুবক মৃত্যুর কাছে হার মেনে যান। খুবই দরিত্র পরিবারের ছেলে



টুটন। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি মাছ বিক্রি করে সংসার প্রতি পালন করতেন। সকাল-বিকালে কল্যাণপুরের বিভিন্ন গ্রামে ফেরি করে মাছ বিক্রি করতেন। খোয়াই সরকারি ডিগ্রি কলেজে পড়াশোনা করতেন টুটন। তার

মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এলাকার লোকজন এদিন টুটনকে শেষবারের মত দেখতে তার বাড়ি তে ছুটে

আসেন। প্রতিনিয়ত রাজ্যে এই ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোনোভাবেই যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। টুটনের স্কুটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পেছনে দুর্যোগ গতিবেই কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

জল সংকটে ক্ষুব্ধ মহিলাদের বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকুরায়, ১৭ জানুয়ারি।। পানীয় সরাসিই হচ্ছে না সেই বিষয়টিও এলাকাবাসীর বোধগম্য হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মহিলারা ছড়ার জলের

কারণে একেবারে জল বন্ধ হয়ে আছে। ৩-৪দিন ধরে কেন মেশিন সারািই হচ্ছে না সেই বিষয়টিও এলাকাবাসীর বোধগম্য হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মহিলারা ছড়ার জলের



দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঘরে যদি জল পৌঁছে দেওয়া হয় তাহলে কিছুদিন পর পর নাগরিকদের বিক্ষোভ দেখাতে হচ্ছে কেন? সোমবারও কুমারঘাট মহকুমার সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকায় মহিলারা জলের সংকট নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, গত ৩-৪দিন ধরে এলাকায় জল সংকট চলছে। সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও তা বন্ধ হয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জলের সমস্যা চলছে। তার মধ্যে ৩-৪দিন ধরে সংকট বেড়ে গেছে। যেখান থেকে জল সরবরাহ করা হয় সেখানে মেশিন বিকল হয়েছে বলে এলাকাবাসীকে জানানো হয়। যে

উপর নির্ভর করছেন। নয় তো অনেক দূরে রিং কুয়ো থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের জল পান করতে হয়। কোন রকমভাবে তারা বেঁচে আছেন বলে মহিলারা আক্ষেপের সাথে জানান। প্রধান কিংবা পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের জানানো হলেও তারা কোনো কথার কর্পণও করছে না বলে অভিযোগ। অনেকবার প্রধানকে নাকি বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যদেরও জানানো হয়েছে। তারা শুধু জল দেবে দেবে বলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। তারা নাকি দাবি করছেন কিছুটা অপেক্ষা করতে। মহিলাদের বক্তব্য, তাহলে কি এখন জল ছাড়া মরতে হবে?

কুমারঘাট মহকুমায় জলের সংকট নতুন কিছু নয়। কিন্তু সর্বদা উন্নয়নের স্লোগান দেওয়া নেতারা এ সব নিয়ে কিছু বলছেন না কেন প্রশ্ন নাগরিকদের।

এবার স্থগিত ওয়াজ মাহফিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ জানুয়ারি।। মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রকোপে প্রশাসনের নির্দেশে বাৎসরিক ওয়াজ স্থগিত করলো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। উক্ত জেলার ধর্মগুরু মহকুমায়ীণ ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বালো সীমান্তের ইয়াকুবনগর 'সৈয়দ শোহাবিয়া ইছলামিয়া আলিয়া ও হাফিজিয়া' মাদ্রাসার বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ছিল আগামী ২০ জানুয়ারি। স্থানীয় মাদ্রাসা ঘটা করে ২৬তম দিবরাতি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেছিল মাদ্রাসা, ওয়াজ ও পরিচালনা কমিটি। ইতিমধ্যে ওয়াজের প্রস্তুতিও ছিল প্রায় অস্তিত্ব পর্যায়। বড় বড় গিটে ও বানার দিয়ে মুঠে ফেলা হয়েছিল গোটা ইয়াকুবনগর এলাকা। কিন্তু সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের খার্ড ওয়েভের



প্রকোপ রাজ্যে আছড়ে পড়তে রাজা সরকার সকল মিটিং, মিছিল, মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাতিলের ঘোষণা করে। লাও করে করোনা বিধিনিষেধ। প্রশাসনের আদেশকে সম্মান জানিয়ে ইয়াকুবনগর সৈয়দ শোহাবিয়া ইছলামিয়া আলিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিল আপাতত স্থগিত রাখে কর্তৃপক্ষ। এক সাক্ষাৎকারে উক্ত ওয়াজ কমিটির সভাপতি আলহাজ হজরত মৌলানা সৈয়দ অলায়েত হোসেন(রাম পুর) সাহেব জানান, মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে উক্ত ওয়াজ মাহফিল স্থগিত রাখা হয়েছে। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে পুনরায় দিন নির্ধারণ করে ওয়াজের আয়োজন করবে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, ওয়াজ ও পরিচালনা কমিটি। তবে উক্ত ওয়াজ স্থগিতের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণের মনে অ্যান্যাতন বহুরের মতো সেই শুশির জৌলুস যে নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডাবল ইঞ্জিনেও উন্নত হল না যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারও। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এডিসিতে সরকার গঠন হওয়ার পর আদৌ কি এডিসি প্রশাসন রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে পেরেছে? তেলিয়ামুড়ার মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকাগুলির মধ্যে একটি হলো মুন্সিয়াকান্দী আরডি ব্লকের অধীন কাঁকড়াছড়া। এডিসি ডিলেজের বাইগন সিং পাড়া। এই বাইগন সিং পাড়ায় আনুমানিক প্রায় ৪৫টি

জনজাতি রিয়ং সম্প্রদায়ের পরিবারের বসবাস। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই বাইগন সিং পাড়ার জনজাতি অংশের মানুষজনদের যাতায়াতের জন্য খুব দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল কিন্তু রেগার কাজের শ্রমিকদের মাধ্যমে রাস্তাটি পরিষ্কার করার ফলে বর্তমানে কিছুটা যাতায়াত উপযোগী হয়েছে। কারণ ওই এলাকার জনজাতিরা যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে সেই রাস্তাটির অবস্থা বেহাল জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে এলাকার কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ে যেতেও অনেকটা বেগ পেতে হয়। তাছাড়া জরুরিকারীনে কোনো পরিষবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বার্থ ছিল বাইগন সিং পাড়ায় যাওয়ার রাস্তাটি। এলাকার



দিয়ে প্রাপ্তের ঝুঁকি নিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হতো। এ বিষয়ে এলাকাবাসীদের অভিযোগ, তাদের যাতায়াতের যে রাস্তাটি রয়েছে

একটা সময় সেই রাস্তাটি ছিল সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ যার ফলে এলাকার জনজাতি অংশের

মানুষজনদের যাতায়াত করতে অনেক কষ্ট হতো। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে রেগার শ্রমিকদের দ্বারা রাস্তাটির কিছুটা সাফ সাফাই

ফের ব্যর্থ রাজ্য পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চু রাই বাড়ি/ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত বহিরাঙ্গের উদ্দেশ্যে নেশা সামগ্রী পাচার করা হলেও কৃষ্ণ নিদ্রায় রয়েছে রাজ্য পুলিশ। ফের তা আবারও প্রমাণিত হলো। আবারো একবার ত্রিপুরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে পাড়ি দেওয়ার সময় লরি থেকে গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হল অসম চুরাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মূলত পুলিশ কর্মীদের জোরকদমে রগটিন তন্মাত্রার



কারণেই বিভিন্ন নেশা বোঝাই লরি ধরা পড়ছে পুলিশের জালে। রবিবার গভীর রাতে ত্রিপুরা থেকে অসমে এনএল ০১ এল ৫৩০২ নম্বরের খালি লরিটি যাওয়ার সময় অসম চুরাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ সজ্জিত শর্মা ও চন্দ্রমাণি সিংয়ের তন্মাত্রািতে বেরিয়ে আসে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা। জন্কপ্ত প্রায় দেড়শো কেজি গাঁজার কালোবাজারি মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা বলে জানান ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস। এদিকে চালক লিটন মিয়াকেও পুলিশ আটক করেছে। সে জানায় পানিসাগর থেকে এই গাঁজাগুলি বোঝাই করে করিমগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কোন এক দোকানে দেওয়া হবে। তার বাড়ি আগরতলায়। অসম পুলিশের এ ধরনের তেশা বিরোধী অভিযানের তৎপরতায় স্বাভাবিক খুশি জেলার মানুষজনও। অপরদিকে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের উপর বারবার আদল উঠতে শুরু করেছে। কি করে জাতীয় সড়কের উপর এতগুলি থানা থাকা সত্ত্বেও বারবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসম সীমান্তে নিরাপদে চলে যাচ্ছে নেশা বোঝাই লরি গুলো। আর তাতে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসছে। সর্বের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে রয়েছে অভিমত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলের।

পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। শিক্ষা দফতরে ভুল ভুড়ে কাণ্ড চলছে। বারবার নানা বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছাত্র-অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এসব কারণে দফতরকে বারবার ল্যাজে গোবরে হতে হচ্ছে। সেই একই ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেল আবারও তেলিয়ামুড়ায়। দফতরের নির্দেশকে একাংশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সোমবার পরীক্ষা নিয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন তেলিয়ামুড়া শহরের কবি নজরুল বিদ্যাভবন, তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়-সহ আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে নির্দেশ অমান্য করে পরীক্ষা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে আসা সম্পূর্ণ স্থগিত করা হয়েছে বলে দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছিল। কিন্তু দফতরের নির্দেশকে মান্যতা না দিয়ে একাধিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এদিন



বিদ্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখতে পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে যান। তড়িঘড়ি পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। প্রশ্ন উঠছে যদি বিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ নিয়ম মেনে পরীক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে মাঝপথে পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? প্রশ্ন উঠছে এভাবে

ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে কেন ছেলেখেলা করছেন শিক্ষকরা? একজন প্রধানশিক্ষক বলেন, যেহেতু দফতরের প্রথম নির্দেশে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল তাই তারা এদিন পরীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে দফতরের তরফ থেকে সর্বশেষ যে

নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তাতে তো এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তাহলে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হল? একজন প্রধানশিক্ষক অবশ্য দাবি করেন, এ বিষয়ে নাকি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে কথা হয়েছে। তাহলে কি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নির্দেশেই দফতরের নির্দেশকে অমান্য করা হল?

দায়ের আঘাতে গুরুতর জখম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। দায়ের আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হন বাদল দাস। ঘটনা সেকেরকোট বাজারে। আহত ব্যক্তিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি হোটেল কর্মচারী। বাদল দাস সহ আরও কয়েকজন রবিবার রাতে সেই হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায়শই



তাদের মদের আসর জমে। মদের আসরেই কোন একটি বিষয় নিয়ে অভিযুক্তের সাথে বাদলের কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে একটা সময় দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যায়। তখনই অভিযুক্ত যুবক দা নিয়ে বাদলের মাথার পেছনে আঘাত করে। খবর পেয়ে বাদলের পরিবারের লোকজন সেকেরকোট বাজারে ছুটে আসেন। তারা এসে দেখেন হোটেলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন বাদল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখন সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। বাদল দাসের বাড়ি সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-61/EE/RD/TLM-DIV/2021-22, Dt- 13/01/2022.	
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tendor from eligible bidders up to 5.00 P.M on 29/01/2022 for 02 (Two) Nos. Works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.	
Sd/-Illegible Executive Engineer R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura	
ICA-C-3375-22	

PNIEt No: 40/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 13/01/2022	
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00P.M. on 24/01/2022 for the work. Creation of multi-tiered landscaping with rocks, boulders etc. below the main sign board bearing the name of the High court of Tripura on the southern Periphery of the High court Premises adjacent to Airport Road under capital complex Division, Kunjaban extension, Agartala (2nd call). For Details visit website https://tripuratenders.gov.in . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.	
DNIEt No: 31/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22	
Estimated Cost : Rs. 3,86,879.00, Earnest Money: Rs. 3,869.00 and Time for completion: 30 days	
Sd/-Illegible (MANIK DEBNATH) Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban Extensio,Agartala, Tripura (W)	
ICA-C-3374-22	

NOTICE INVITING e-TENDER	
OBCs Welfare Department, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from interested lawful owners of Maruti Ecco Vehicle for providing 1 (one) Maruti Ecco Vehicle to the office of she Hon'ble Minister, OBCs Welfare Department office as on hiring basis in two stage Bid System. OBCs Welfare Department, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in . Last Date of submission of the e-Tender: 24-01- 2022 up to 5.00 P.M.	
Sd/- Illegible (KUNTAL DAS) Director OBCs Welfare Department Government of Tripura.	
ICA-C-3389-22	

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE/SNM/PWD/2021-22, Dt : 13/01/2022.				
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 14/02/2022 for the following works:				
Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1.	DNIEt No.70/R/DNIE-T/SE-IV/PWD (R&B)/ 2021-22.	Rs. 1,37,96,725.00	Rs. 1,37,967.00	9 (nine)months.
2	DNIT No.87/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 16,71,638.00	Rs. 16,716.00	6 (six)months.
3	DNIT No.88/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 16,71,638.00	Rs. 16,716.00	6 (six)months.
♦ Last Date & Time for document Downloading & Bidding : 14/02/2022 upto 3.00 PM. ♦ Date & Time for opening of Bid : 14/02/2022 at 3.30 PM. ♦ Bid Fee of Rs.2,500.00 for Sl.1 & Rs.1,000.00 for Sl. 2,3. (Non refundable). ♦ Class of Bidder : Appropriate Class. ♦ No negotiation will be conducted with the lowest Bidder. ♦ For more details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in				
Sd/- Illegible (Er. S. Paul) Executive Engineer Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala. Tripura				
ICA-C-3382-22				

জানা ওজানা

ঝাঁঝি পোকার গান

ঝিঝি পোকার গানের সঙ্গে আমরা কর্মবৈশি পরিচিত। বিশেষ করে, যাদের সঙ্গে গ্রামবাংলার সম্পর্ক রয়েছে, তারা তো গ্রীষ্মের ঝিঝির গান শুনতে অভ্যস্ত। আর গ্রামের শিশু-কিশোরদের মুখে একটা কথা খুব প্রচলিত: ঝিঝির ডাক শুরু হয়েছে...এই তো আম-কাঁঠাল পাকল বলে। আবার প্রকৃতির বাস্তবতা হলো, এ সময়েই আম-কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলফলাদি পাকে। তবে প্রকৃত সত্য হলো, ঝিঝি পোকার গান পুরুষ পোকার প্রজনন সংকেতধ্বনি। এর মাধ্যমে উভয় লিঙ্গের পোকা একে অপরের সঙ্গম করে ও মিলিত হয়।

জোনাকির মিটিমিটি ও ঝিঝির গানের উল্লেখ যথেষ্ট পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় আমাদের শিল্প-সাহিত্যে, আদিকাল থেকেই। গ্রিক কবি হোমারের লেখাও ঝিঝির গানের উল্লেখ আছে।

সাধারণভাবে পোকা বলতে আমরা কীটপতঙ্গকে বুঝি। অর্থাৎ ঝিঝি পোকা দলগত পরিচয়ে কীটপতঙ্গ (Class-Inseda)। বর্গ (Order) পরিচয়ে হেমিপটেরা (Hemiptera)। সাধারণভাবে এগুলো ‘সাইকাদা’ (Ci-cada) নামে পরিচিত। এদের বিভিন্ন পৃথিবীজুড়ে এবং ও হাজারেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের শরীর ১-২ ইঞ্চি লম্বা। এদের শরীর মাথা, বক্ষ ও উদরএ তিন ভাগে বিভক্ত। বক্ষের নিচে জটিল শব্দ (গান) উৎপাদনকারী অঙ্গাদি রয়েছে। পৃথিবীর সব শব্দ উৎপাদনকারী কীটপতঙ্গ মধু দিয়ে শব্দ করতে পারে না। এরা সাধারণত শরীরের একমাত্র (Roug) আঙ্গের সঙ্গে অন্য কোনো অঙ্গের ঘর্ষণের মাধ্যমে শব্দ উৎপাদন করে। সেই বিশেষ অঙ্গটি পা বা পাখা হতে পারে। ঝিঝি পোকার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়।

ঝিঝি পোকা প্রজাতিগুলোর নিচের দিকে সম্মুখ উদরীয় অংশের গোলাকার পক্ষল টিম্বল (Tymbal) নামে একটি অঙ্গ থাকে। এটাই এই গানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ঝিঝি পোকা টিম্বলের কাছাকাছি বিশেষ মাংসপেশিও আছে। সেই মাংসপেশিটি ঝিঝি পোকা বারবার টেনে ধরে আর ছেড়ে দেয়। ফলে তৈরি হয় সুরেলা শব্দ। দুপুর বা সন্ধ্যায় পোকাগুলো এমনটা করে। এমন প্রকট ও সুরেলা শব্দ ঝিঝি পোকা ছাড়া অন্য কোনো কীটপতঙ্গের দলে শোনা যায় না। সাধারণত ঝিঝি পোকা গাছে বসবাস করে। গাছের রস টেনে খেয়ে বাঁচে। কখনো এ ওগুলো রাত-বিরাটের শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য শব্দ করে। পাখি এদের বড় শত্রু। এদের জীবনমাধ্যায় দুই ধরনের অবস্থা লক্ষ করা যায়। একদল বার্ষিক অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে জীবন

চক্র সম্পন্ন করে। অন্য একদল পরিণত অবস্থার আগের অবস্থায় (Nymphal stage) মাটির নিচে ১৩ থেকে ১৭ বছর অনড় অবস্থায় থেকে যায় এত লম্বা সময় ধরে ঝিঝি পোকার শীতাপনতা (hibernation) অবস্থার থাকাটা প্রকৃতিবিদদের কাছে কৌতূহলের বিষয়। তারপর তা থেকে বের হয় অজস্র ঝিঝি পোকার দল, একসময় মাটির নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। ঝিঝি পোকার বিরুদ্ধে নালিশ বুসে ফ্রান্সের একটি অন্যতম পর্যটক আকর্ষণীয় এলাকা। এই সুন্দর গ্রামে বছরজুড়েই পর্যটকদের যথেষ্ট আগাগোনা থাকে। এই গ্রামে প্রচুর ঝিঝি

পোকা রয়েছে এবং এদের সুরেলা গান গ্রামবাসীর কাছে এক আকর্ষণীয় বস্তু। আক্ষরিক অর্থেই সেই শহরের বাসিন্দারা ঝিঝি পোকার গানকে সত্যিকার গানের সঙ্গে তুলনা করে। গ্রামবাসীরা এত দিন ধরে জেনে এসেছে, এই গান একটি পর্যটক আকর্ষণের বিষয়ও বটে কিন্তু হঠাৎ করে একদল ঝিঝি একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠে একদিন। সেই গান আবার মোটেও পছন্দ করলেন না একদল পর্যটক। তাঁরা এতটাই বিরক্ত হন যে স্থানীয় মেয়রের কাছে নালিশ নিয়ে যান। পাঁচটি বিচার পর্ব তার নালিশের বিরুদ্ধে। ঝিঝি পোকার কর্কশ ডাকে তাঁরা টিকতে পারছেন না। মেয়র অবশ্য তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, ঝিঝির ডাক এই অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এই ডাকের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মেয়রের অনীহা লক্ষ করে ওই পর্যটক দল নিজেরাই দোকান থেকে কীটনাশক কিনে পোকা মারার পরিকল্পনা করে। পরে অবশ্য তারা তা করেনি।

বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণ আইন সারা পৃথিবীতে, এমনকি আমাদের দেশেও বন্য জীবজন্তু রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, জীবজন্তু বলতে আমরা সাধারণভাবে বড় বন্য জন্তু অর্থাৎ হাতি, সিংহ, বাঘ ও হরিণ জাতীয় প্রাণীকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপাটটা তেমন নয়। জীবজন্তু সংরক্ষণ বলতে ছোট-বড় সব জীবজন্তুর সংরক্ষণ বোঝায়। বিশাল হাতি থেকে ক্ষুদ্র ঝিঝি পোকাও এর আওতায় এসে যায়। এমনকি বিষধর সাপ মারার ব্যাপারেও কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই বিবেচনা থেকে সহজে ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীর তাবৎ জীবজগৎ এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলে সংযোজিত। এর ব্যতিক্রম হলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং দিয়েছেও। এই বিষয়টা অনেকাংশে প্রকৃতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেটাও খোয়াল রাখতে হবে যে যেসব প্রাণী আমাদের জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টকরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

রসুনের গন্ধ কীভাবে দূর করবেন ?

রসুনের অনেক গুণ। এটা রক্তচাপ কমায়। শরীরের ত্বক ভালো রাখে। কারও ঠাণ্ডা লেগে নাকে পানি বারতে থাকলে কিছুক্ষণ এক কোষ রসুনের গন্ধ রসারসি নাকে নিলে বিরক্তিকর সর্দির যন্ত্রণা কমে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো এর গন্ধ খুব তীব্র। পেরোজেও এ রকম সমস্যা আছে, কিন্তু এত তীব্র না। আর তা ছাড়া পেরোজের গন্ধ মুখে বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু রসুনের গন্ধ আপনাকে সহজে ছাড়বে না। সকালে নাশতার সঙ্গে এক কোষ রসুন খেলেন তো গেলেন। অন্যকক্ষণ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। তীব্র গন্ধে সবাই দূরে সরে যাবে। আর যদি আপনি নিজ হাতে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে কোষ বের করেন, তাহলে হাতে—গায়ে গন্ধ লেগে থাকবে। এমনকি শরীরের ঘামের মধ্যেও গন্ধ লেগে থাকবে। এর কারণ কী? এ বিষয়ে স্থিতিশাসনোনিয়ান ম্যাগাজিনে (নভেম্বর ২০১৮)

লিখেছে, রসুনে কোষ কাটলে বা ছেঁটলে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উন্মায় জৈবযৌগ উৎপন্ন হয়। এর একটি উপাদান অ্যালিল মিথাইল সালফাইড (এএমএস)। এটা সাংঘাতিক সক্রিয়। পাকস্থলীতে এটা জীর্ণ হয় না। সরাসরি রক্তে মিশে যায়। তারপর রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ফুসফুস ও সেখান থেকে নিশ্বাস বা ঘামের সঙ্গে বাইরে চলে আসে। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এর গন্ধ দূর করার উপায় আছে। লেবু, আপেল বা মিন্ট—জাতীয় কিছু সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ উপাদানের রাসায়নিক পদার্থ রসুনের গন্ধ নিক্রিয় করে। ফলে মুখের গন্ধ দূর হয়। আবার রাসুন কাটাকুটি করার পর লবণ—লেবুর রস হাতে মাখলে বা একটু টুথপেস্ট ঘষলে অথবা স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে পানি দিয়ে হাত ঘষলে গন্ধ চলে যায়।

না ফেরার দেশে কথক সশ্রীট

নয়াদিদ্বি, ১৭ জানুয়ারি।। চলে গেলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজ। সোমবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর নাতি স্বরাংশ মিশ্র সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, “দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, আমার দাদু আর নেই। গভীর দুঃখ এবং বিষাদের পরিবারের সবচেয়ে ভালবাসার সদস্যটির মৃত্যুর খবর দিতে হচ্ছে। মহান আত্মা চলে গেলেন ২০২২-এর ১৭ জানুয়ারি।” কথক ধারার নৃত্যের এক প্রাণপুরুষ জন্মেছিলেন নৃত্যশিল্পে অনুরাগী পরিবারে। কথক নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার কারিগর ঈশ্বরী প্রসাদজির পরিবারে ১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম বিরজু মহারাজের। মাত্র ৯ বছর বয়সেই বাবাকে হারান। বাবার নাম জগন্নাথ মহারাজ তবে তিনি অচ্চন মহারাজ নামেই খ্যাত। পিতার মৃত্যুতেও নাচ শিখতে কোনও সমস্যা হয়নি বিরজুর।

তালিম পেয়েছিলেন দুই কাকা পণ্ডিত লাজু মহারাজ এবং পণ্ডিত শম্ভু মহারাজের থেকে। বিরজু



মহারাজের নাম প্রথমে কিন্তু বিরজু ছিল না। প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় “দুঃখহরণ”। তারপর নাম হয়

ব্রিজমোহন। এই ব্রিজমোহন থেকেই বিরজু। খুব কম বয়স থেকেই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা শুরু

করোনাকালে দারিদ্র হয়েছে দ্বিগুণ

নয়াদিদ্বি, ১৭ জানুয়ারি।। কোভিডকালে দেশের ধনীরা আরও ধনী হয়েছেন, আর সেই কারণেই দেশে দারিদ্র আরও বেড়েছে। সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারের উচিত তাদের পলিসি নতুন করে সম্পত্তি বাড়িয়ে নিয়েছেন ১ ট্রিলিয়ন ডলার। এদিকে অল্পফ্যামের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, গত মে মাসে ভারতের শহরের দোকানগুলো বেড়েছে ১৫ শতাংশ হারে, সেই সঙ্গে বেড়েছে খাদ্যের সংকটও। অথচ এই সময়েই বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে ভারতে। রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং সুইডেনের মিলিত বিলিয়নিয়ারের সংখ্যার

বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স বলছে, বিশ্বজুড়েই ধনীদের সম্পত্তি বেড়েছে, কারণ ক্রিপ্টো এবং অন্যান্য সামগ্রীর স্টক প্রাইস বেড়ে গেছে। পৃথিবীর ৫০০ জন বিলিয়নিয়ার এই সুযোগে তাঁদের সম্পত্তি বাড়িয়ে নিয়েছেন ১ ট্রিলিয়ন ডলার। এদিকে অল্পফ্যামের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, গত মে মাসে ভারতের শহরের দোকানগুলো বেড়েছে ১৫ শতাংশ হারে, সেই সঙ্গে বেড়েছে খাদ্যের সংকটও। অথচ এই সময়েই বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে ভারতে। রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং সুইডেনের মিলিত বিলিয়নিয়ারের সংখ্যার

থেকে এখন ভারতের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেশি। ২০১৬ সালে ওয়েলথ ট্যাক্সের অনুসূচি, কর্পোরেট লেভিতে বড় ছাড় পরোক্ষ করার বৃদ্ধির ফলে মতো রাজাগুলোর পলিসির ফলে ধনীরা আরও ধনী হয়ে উঠেছেন। অথচ দৈনিক সর্বনিম্ন মজুরি থেকে গেছে ১৭৮ টাকাতৈই। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় ক্রমাগত বেসরকারিকরণ এবং বিদেশি ফান্ডিং কমে যাওয়ার ফলে বৈষম্য আরও বেড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ভারতের কর পদ্ধতি ধনীদের সুবিধা করে দিচ্ছে তা-ই নয়, এর ফলে রাজকোষের আয়ের উৎসও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।



কলকাতার চিত্র। একজন জওয়ার প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড মহড়া শেষে তেরঙ্গা উড়িয়ে নিচ্ছেন।

‘কৃত্রিম চাঁদ’

নয়াদিদ্বি, ১৭ জানুয়ারি।। মহাকাশে লোকানো আছে সৃষ্টির রহস্য। ফলে সূর্য-চাঁদ-তারা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই মানুষের। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দিন-রাত এক করে নতুন নতুন গবেষণায় ব্যস্ত। যেমন, চিত্রের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বছর চারকে আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তারা কৃত্রিম চাঁদ তৈরির প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। সেই চাঁদ মহাকাশে স্থাপন করা হবে। যা আনবাস্যভেও আলোকিত করবে পৃথিবীকে। এবারও সেই চিত্রের বিজ্ঞানীরাই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

তৃণমূল-বান্ধব অখিলেশকে নিঃশর্ত সমর্থন সিপিএমের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি।। তৃণমূল কংগ্রেস একুশের বিধানসভা জিতে ভিনরাজ্যে সংগঠন বাড়ানোর খেলায় মেতেছেন। বিজেপিকে হারানোর কথা মুখে বললেও এখনও পর্যন্ত বিজেপিকে হারাতে বিরোধীদের সম্ভবন্ধ করার কোনও রূপরেখা দেখাতে পারেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখনও পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনি অবস্থান স্পষ্ট না করলেও বাংলায় তাদের অন্যতম প্রতিন্দী সিপিএম স্পষ্ট করে দিল কোন পথে তারা

হাঁটবে। উত্তরপ্রদেশে সিপিএম অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিকেই সমর্থন জানানোর বার্তা দিল। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সিপিএমের পূর্বসংঘাত ছিল। বাংলাতেও তাদের জোট ছিল বরাবর। কিন্তু সম্প্রতি তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাববের সংঘাতীয় প্রশ্ন উঠেছিল সিপিএমের সঙ্গে কি তাদের আগের মতো সমীকরণ বজায় থাকবে? সীতারাম ইয়েচুরি তা স্পষ্ট করে

দিলেন। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে সরাসরি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন, সিপিএমের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সংঘাত দীর্ঘদিনের। তাই এই নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে তারা সমাজবাদী পার্টিকেই সমর্থন করবেন। এর ফলে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া দলের সংখ্যা বাড়ল। উত্তরপ্রদেশের প্রধান

বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে এবার জোট হয়েছে আরএলডি, এনসিপি, সুহেলদেব ভারতীয় জনতা পার্টি, জনবাদী পার্টি (সমাজবাদী), আপনা দল (কৃষক প্যাটেল), পিএসপি-এল ও মহান দলের। এবার যুক্ত হল সিপিএমও। তবে এবার কংগ্রেস ও বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোটের রাস্তায় হাঁটেন সমাজবাদী পার্টি। ছোট দলের সঙ্গে জোট করে এবার বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন অখিলেশ যাদব। তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে

সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। তারা ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ভেঙে দু-একজন নেতাকে সঙ্গে নিয়েছেন। সেই কারণে মনে করা হয়েছিল তৃণমূল উত্তরপ্রদেশেও সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তা আদতে হয়নি। তবে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থনের কথাও জানাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এবং তাঁর দল ব্যস্ত গোয়া নির্বাচনে। গোয়ায় কংগ্রেস ভেঙে তাঁরা সংগঠন গড়ে বিজেপির সুবিধা করার চেষ্টা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

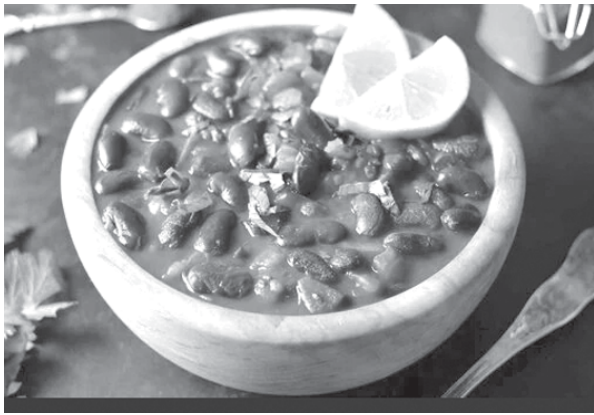
সুগারের রোগীদের কি রাজমা আদৌ খাওয়া উচিত?

জানুন কী জানালেন বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ

রুটি বা ভাতের সাথে পরিমাণমতো রাজমা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে বলে জানানেন একজন নিউট্রিশনিষ্ট। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, ফাইবার আর প্রোটিনে ভরপুর রাজমা শরীরের জন্য খুব উপকারী। সঙ্গে এটিকে লো জিআই (lycaemic index) ফুড হিসেবেও মানা হয়ে থাকে। ফলে এটি শরীরের জন্য উপকারী পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। রাজমা খেতে যেমন সুস্বাদু তেমন উপকারীও। এটি হার্টের

জন্য ভালো, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, হাড় শক্ত রাখে এমনকী ক্যানসারের সম্ভাবনাও কমায়। রাজমায় থাকা ফাইবার ও প্রোটিনের জন্য এটি ওজন কমাতে খুব সাহায্য করে। রাজমার মিনারেল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম হাড় শক্ত রাখে এবং অস্টিওপোরোসিস হওয়া আটকায়। নিউট্রিশনিষ্ট ভুবন রস্তোগি জানান, ‘রাজমায় প্রোটিন থাকে

মাঝারি মানের আর ফাইবার থাকে অনেক বেশি। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কার্বেহাইড্রেট হজম হতে সময় নেয়। সেই কারণেই রাজমাকে ফেলা হয় লো গ্লাইসেমিক খাবারের তালিকায়। তাই ডাইবেটিসের রোগীরাও এটা খেতে পারেন।’ সঙ্গে রাজমা পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে। ‘রাজমায় থাকা উচ্চমাত্রার ফাইবার প্রোবায়োটিকের কাজ করে আর পেট ভালো রাখে।



প্রতিদিন আমাদের শরীরের ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ফাইবারের প্রয়োজন পড়ে (ভারতীয়দের জন্য) আইসিএমআরের গাইডলাইনে। আর ফাইবার পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।’ জানান রস্তোগি। রাজমার উপকারিতা ১ কাপ রান্না করা রাজমায় আছে ১৫ গ্রাম প্রোটিন (একটা ডিমের মতো) ১ গ্রামের কম ফ্যাট ১১ গ্রাম কার্বেহাইড্রেট ২৯ গ্রাম কার্বস তাই এবার থেকে রাজমা খেতে ইচ্ছে করলে নিজেকে আর সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

মাচের ১২ থেকে ১৪ বয়সীদের টিকাকরণ!

নয়াদিদ্বি, ১৭ জানুয়ারি।। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া শুরু করবে কেন্দ্র। সোমবার একটি সাংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন কোভিড টিকাকরণ সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এনকে অরোরা। ফেব্রুয়ারির মাসের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের প্রথম টিকা দেওয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলার ব্যাপারে আশাবাদী অরোরা। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে তাদের দ্বিতীয় টিকা দেওয়া শুরু হবে। অরোরা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচিতে শুরুর্তে যথেষ্ট সাড়া মিলেছে। প্রথমদিনেই ৪২ লক্ষেরও বেশি

কিশোর কিশোরীকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, “১২ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চে প্রথম সপ্তাহ থেকে টিকা দেওয়া শুরু হবে।” প্রসঙ্গত ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্রের টিকাকরণ কর্মসূচি এক বছর পূরণ করেছে। টিকাকরণের প্রথম বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রাখতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মানুষ টিকা নিয়েছেন। মার্চের ১ তারিখ থেকে দ্বিতীয় দফায় টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে। ওই দিন থেকে সম্ভবত ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী বালকদের টিকা দেওয়া শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইয়েমেনের জঙ্গিদের ড্রোন হামলায় হত দুই ভারতীয়

আবুধাবি, ১৭ জানুয়ারি।। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিস্ফোরণের দায় নিল ইয়েমেনের শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। ইরান সমর্থিত ওই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানে ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে সাহায্য করছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তারই জেরে এই হামলা বলে জানিয়েছেন হুথি মুখপাত্র। আবুধাবি পুলিশ সূত্রে খবর, বিমানবন্দর লাগোয়া একটি তেল উৎপাদন সংস্থার কারখানায় ড্রোন হামলার জেরে তিনটি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত হন তিন জন। তাঁদের মধ্যে দুই ভারতীয় রয়েছেন বলে প্রকাশিত একটি খবরে জানানো হয়েছে। নিহত অপর ব্যক্তি পাকিস্তানের নাগরিক। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে একটি ছোট বিমানের অংশ উদ্ধার করেছে



পুলিশ। বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইয়েমেনের রাজধানী সানাির উত্তরে হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভিযান শুরু করেছে সে দেশের সরকারি বাহিনী। শাবওয়া এবং মারিয অঞ্চলে লড়াইয়ে ইয়েমেন সেনাকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি মদত দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

পিছিয়ে গেল পাঞ্জাবের নির্বাচন ১৪ বদলে ২০ ফেব্রুয়ারি ভোট

চণ্ডীগড়, ১৭ জানুয়ারি।। পাঞ্জাবের বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ১৪ ফেব্রুয়ারির বদলে ২০ ফেব্রুয়ারি সে রাজ্যে নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী থাকায় একাধিক রাজনৈতিক দল কমিশনের কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। এই দাবি নিয়ে রবিবার জোট বৈঠকও বসে কমিশন। সেই বৈঠকের পরই কমিশন এই দিন পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে। এর আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি কমিশনকে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। বিজেপি, বিএসপি প্রতিনিধিরাও কমিশনের কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। এই দাবি মেনে কমিশন পাঞ্জাবের নির্বাচন ২০ ফেব্রুয়ারি করে দিয়েছে। সেখানে এক দফাতেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে। গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ ভক্ত উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ১০ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি যাবেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হলে তারা ভোট দিতে পারতেন না। সে দিক বিবেচনা করে কমিশন নির্বাচন পিছিয়ে দিল।

প্ৰীতম-ৰ জোড়া গোলে জয়ী ফরোয়ার্ড

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ প্ৰীতম হোসেন-ৰ জোড়া গোলের সৌজন্যে সিনিয়র লিগ ফুটবলে দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা ২-০ গোলে পরাস্ত করলো বীরেন্দ্র ক্লাবকে। প্রথম ম্যাচে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর এদিন কিন্তু বেশ কষ্ট করে জিততে হলো ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। শক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাব সাধ্যমতো লড়াই করলো। তবে পরাজয় এড়াতে পারলো না। লিগের শুরুতেই পর পর দুইটি টাফ ম্যাচ খেলতে হলো তাদের। প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ-র পর এদিন ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধেও হারলো। স্বভাবতই কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গেলো তারা। এদিন ফেভারিট হিসাবেই নেমেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। দুই বিদেশি ভিডাল এবং চিজোবা-কে আক্রমণে রেখে দল সাজায়



ফরোয়ার্ড ক্লাব। এদের সঙ্গে এদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠে স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি প্ৰীতম হোসেন। খেলা তৈরির পাশাপাশি গোল করার ক্ষেত্রেও দক্ষ। তবে বরাবরই কিছুটা লো-প্রোফাইলে থাকে প্ৰীতম। কিন্তু তার উপর আস্থা রাখলে কাউকে যে ঠকতে হবে না সেটি এদিন বুঝিয়ে দিলো প্ৰীতম।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। শুরুরতেই একটি পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে এগিয়ে দেয় প্ৰীতম। শুরুরতেই গোল হজম করে কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ে বীরেন্দ্র ক্লাব। লড়াই জারি রাখে। তবে মাঝমাঠে সেরকম সৃষ্টিশীল

ফুটবলার না থাকায় সেভাবে ফরোয়ার্ড রক্ষণ ত্রাস তৈরি করতে পারেনি। যদিও এরই মাঝে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল। তবে কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটে তুলে নেয় আরও একটি গোল। এই গোলটিও করে প্ৰীতম। এরপর বীরেন্দ্র ক্লাব একটু মরিয়া হয়। সুযোগ তৈরি করে। যদিও গোল হয়নি। রেফারি আদিত্য দেববর্মাও এদিন বীরেন্দ্র ক্লাবকে কিছুটা ভুগিয়েছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের অনুকূলে একটি ন্যায্য পেনাল্টি দেয়নি আদিত্য। এমনই অভিযোগ বীরেন্দ্র ক্লাবের। ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে রেফারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের সাগাইয়াহা, ভিডাল এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের সুশোভন যোষ, প্রণব সরকার-কে হালুদ কার্ড দেখিয়েছেন। এদিনের জয়ের ফলে লিগে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামীকাল এগিয়ে চল সংঘ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ১৭ জানুয়ারি ।। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হেসেছে শ্রীলঙ্কা। শেন উইলিয়ামসের শতকে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল জিম্বাবুয়ে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৮ বল হাতে রেখেই পায় ৫ উইকেটের জয় পায়। রবিবার (১৬ জানুয়ারি) টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবুয়ে। ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই ঝড় তুলতে শুরু করে তারা। টি কাইটানো এবং রেগিস চাকাভা মিলে গড়ে তোলেন ৮০ রানের দারুণ এক জুটি। ৫০ বলে ৪২ রান করে কাইতানো আউট হলে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। অধিনায়ক জেইগে আরভিন ৯ রান করে ফিরে যান সাজঘরে। অসাধারণ এক সঞ্চুরি করেন জিম্বাবুয়ের ব্যাটার শন উইলিয়ামস। দুর্দান্ত ব্যাটিং করলেন রেগিস চাকাভাও। তাদের ব্যাটে ভর করে বোর্ডে ২৯৬ রানের বিশাল একটি স্কোর গড়ে জিম্বাবুয়ে। জবাবে শ্রীলঙ্কাও শুরুর থেকে ছিল মারমুখি। ৪০ রানের জুটি গড়েন পাথুম নিশান্কা আর কুশল মেন্ডিস। মেন্ডিস আউট হন ২৬ রান করে। কামিন্দু মেন্ডিস আউট হন ১৭ রান করে। এরপর পাথুম নিশান্কা আর দিনেশ চান্ডিমাল গড়েন জুটি। ৬৮ রানের জুটি গড়েন তারা। এরপর আউট হন নিশান্কা। ৭১ বলে ১০টি আউট হন ৭৫ রান করে। ১০টি বাউন্ডারি আসে তার ব্যাট থেকে। এরপর দিনেশ চান্ডিমাল আর চারিথ আশাশঙ্কা মিলে জুটি গড়ে শ্রীলঙ্কাকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। এ দুইজন মিলে গড়েন ১২৯ রানের জুটি।

দুই বছর ধরে বন্ধ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

বঞ্চিত হচ্ছে ক্রিকেটার, ক্লাব টিসিএ-র কোচ, কর্মীরাও

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ দুই বছর ধরে টিসিএ-র কোন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে না। প্রশাসক ও প্রশাসকদের আমলে যে সমস্ত খেলা হয়েছিল (২০১৮-১৯) তা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এই দুই বছরে টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ক্ষমতা হয়নি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করার। যদিও টিসিএ-র কাজকর্ম সাফল্যের অন্ততম একটা বিষয় ছিল এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ। কয়েক লক্ষ টাকা বাজেটের এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করে টিসিএ-র কর্মীরাও আর্থিক অনুদান পেতেন। এছাড়া রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট সংগঠকদের দেওয়া হতো সন্মর্ষণ। টিসিএ-র মাঠ কর্মী, অফিস কর্মীদের আর্থিক অনুদান সহ

দেওয়া হতো সম্মান। অনূর্ধ্ব ১৩ থেকে শুরু করে সিনিয়র পর্যন্ত সেরা ক্রিকেটারদের দেওয়া হতো আর্থিক পুরস্কার। জাতীয় ক্রিকেট রাজ্যের হয়ে যারা ব্যাটে-বলে সফল হয়েও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হতো এই অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি থাকতো বর্ষসেরা কোচ, আম্পায়ারদের পুরস্কার। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ২৮-২৯ মাসে যেহেতু কোন ক্লাব ক্রিকেট হয়নি তাই বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না। তবে ২০১৯ সিজনের পুরস্কার নাকি এখনও পায়নি ক্লাবগুলি। ব্যর্থতার হিসাব কষলে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি একশোতে শূন্য পায়ে বলে ক্রিকেট মহলের দাবি। দুই বছর ধরে টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় ক্রিকেটাররা শুধু যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয় তারা সম্মানও পাচ্ছে না বা টিসিএ-তে কোন

স্বীকৃতিও পাচ্ছে না। এতদিন টিসিএ-র মাঠ কর্মী, অফিস কর্মীরাও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতেন। কেননা সেখানে তাদের আর্থিক পুরস্কার জুটতো। কোচরা অপেক্ষায় থাকতেন কবে তাদের টিসিএ থেকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। জুনিয়র ক্রিকেটাররা অপেক্ষায় থাকতো টিসিএ-র বার্ষিক ক্রিকেট ব্যুরির জন্য। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দুই বছর ধরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করতে পারেনি। ক্রিকেট ক্রিকেট বিরোধী কমিটি এখন টিসিএ-তে। কেননা ২৭-২৮ মাসে এ-তে কমিটি ক্রিকেটের উন্নতি তো দূরের কথা, আগের ক্রিকেট আসরগুলির যেমন আয়োজন করতে ব্যর্থ তেমনি দুই বছর ধরে বন্ধ টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার। এতে কিন্তু ক্রিকেটার শুধু

নয়, কোচ, আম্পায়ার, প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং টিসিএ-র মাঠ কর্মী ও অফিস কর্মীরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। যেখানে টিসিএ-র নিয়মিত অনুষ্ঠান ছিল এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সেখানে দুই বছর ধরে তা বন্ধ। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, বোঝা মুশকিল এই কমিটি ক্ষমতার বসে আছে কেন। জানা গেছে, বাম আমলেও নিয়মিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হতো। বিসিসিআই-র বর্তমান সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়কও টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণে এসেছেন। ২০২০ সালে কমিটি এখন টিসিএ-তে। কেননা ২৭-২৮ মাসে এ-তে কমিটি ক্রিকেটের উন্নতি তো দূরের কথা, আগের ক্রিকেট আসরগুলির যেমন আয়োজন করতে ব্যর্থ তেমনি দুই বছর ধরে বন্ধ টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার। এতে কিন্তু ক্রিকেটার শুধু

জাঁকিয়ে বসেছে নতুন নতুন সংস্থা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ সার্বিকভাবে রাজ্যের খেলাধুলা গত কয়েক বছরে প্রায় স্তব্ধ। খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামূলক প্রায় নেই। জাতীয় আসরে খেলতে যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। এসব কারণে রাজ্যের অনেক খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। ক্রীড়া দফতর শতাধিক কোচিং সেন্টার চালু করেছে। তবে সেই সব সেন্টার মাছি তাড়াচ্ছে। খেলোয়াড়ের দেখা নেই। দক্ষের বা পর্যদ স্বেচ্ছা দক্ষ। এই ভূমিকায় থাকতে তারা পছন্দ করে। তবে রাজ্যের খেলাধুলার হাল যাই শোচনীয় হোক না কেন অন্য একটা গোষ্ঠী কিন্তু ক্রমশঃ লাভবান হয়ে উঠছে। কিছু অপ্রচলিত এবং অজানা গেমের রাজ্য সংস্থা গড়ে তুলে দেন্দার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এসব গেমের কথা মানুষ শোনেনি। জানেনি না কিভাবে খেলতে হয়। এই রাজ্যে খেলাটার চর্চা কোথায় হয় সেটাও কেউ জানে না। অথচ বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় খেলোয়াড়রা বাইরে থেকে পদক নিয়ে আসছে। অসংখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জপদক। দল যাওয়ার সময় কোনও নির্বাচনি শিবিরের কথা শোনা যায় না। অথচ পদকের ফিরিচ্ছি দিয়ে দেয় সবাইকে। এসব সংস্থার এটাই আসল ব্যবসা। অভিযোগ যে, অভিভাবকদের পদ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে এসব সংস্থা বাইরে দল পাঠায়। এসব গেম অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ কম। কিন্তু অভিভাবকদের ভুল পথে চালিত করে সংস্থার কর্মকর্তারা। বলা যায়, প্রতি মাসেই এই ধরনের নতুন সংস্থা গড়ে উঠছে। পর্যদের অনুমোদন না থাকলেও তারা দিবি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ (!) লিগ চলছে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ সত্যি এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। আগরতলায় সিনিয়র লিগ চলছে বিতর্ক ছাড়াই। সিনিয়র লিগ মানেই প্রতিটি ম্যাচে মাঠের ভেতর বা বাইরে কিছু না কিছু ঘটবে। ফুটবল সিনিয়র লিগের ম্যাচে। বলা যায়, একে-অপরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এমন ভাবাই মুশকিল। বর্তমানে সেটাই সম্ভব হয়েছে। একটা সময় খেতাব জয়ের জন্য বড় ক্লাবগুলি পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো।

হয়। ফুটবলের সেই চিন্তন মেজাজটা কোথায় হারিয়ে গেলো। প্রতিটি ক্লাবের মতোই নির্বিড় বন্ধু ছ। একে-অপরের সুখ-দুঃখে সবাই শামিল। কোনও ক্লাব বিতর্কিত ঘটনা ঘটালেও অন্য ক্লাবগুলি সেটা সহজেই মেনে নিচ্ছে। বেশি দূর গড়তে দিচ্ছে না বিষয়টাকে। সিনিয়র লিগ চলছে, আর ক্লাবগুলি একে-অপরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এমন ভাবাই মুশকিল। বর্তমানে সেটাই সম্ভব হয়েছে। একটা সময় খেতাব জয়ের জন্য বড় ক্লাবগুলি পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো।

আশানুরূপ ফলাফল না হলে প্রত্যেকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াতে রেফারি এবং টিএফএ। রেফারিদের বিরুদ্ধে এবার মৃদু অভিযোগ উঠলেও টিএফএ-র বিরুদ্ধে কোনও ক্লাবের অভিযোগ নেই। কি করে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো? সম্ভবত করোনা পরিস্থিতি সবাইকে আমূল বদলে দিয়েছে। এক বছর ফুটবল হয়নি। অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতিটা আর বাড়তে দিতে চায় না কেউ। তাই হয়তো এত শান্তিপূর্ণভাবে (!) লিগ চলছে। তবে এতে করে ফুটবলের প্রকৃত রোমাঞ্চের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেটের দাবি উঠলো

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ বর্তমান পরিস্থিতি এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে টিসিএ সিনিয়র পর্যায় ক্লাব ক্রিকেট করবে না। সমরে যেহেতু হবে না তাই মহকুমা স্তরের ক্লাব ক্রিকেট হবে না। এই অবস্থায় রাজ্যভিত্তিক প্লেট এবং এলিট ক্রিকেটের দাবি উঠলো। বিভিন্ন মহকুমায় কয়েকজন প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটার জানিয়েছে যে, অন্তত পক্ষে সাময়িকভাবে স্থগিত হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। এই রাজ্য ক্রিকেট থেকে অনেক প্রতিভা উঠে এসেছে। মহকুমার প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা সদরের ক্লাব ক্রিকেটেও অংশগ্রহণ করে।

বছর ধরে ক্রিকেট প্রায় বন্ধ। কিন্তু তারও আগে থেকে রাজ্য ক্রিকেট বন্ধ হয়ে আছে। টিসিএ-র কাছে সদর ভিত্তিক ক্রিকেট প্রাধান্য পায়। যদিও তারা গোটা রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক। কিন্তু তারা রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে উৎসাহী নয়। সাধারণত আগে মাঠ মাসে রাজ্য ক্রিকেট পরিস্থিতির জন্য আসর সাময়িকভাবে স্থগিত হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। এই রাজ্য ক্রিকেট থেকে অনেক প্রতিভা উঠে এসেছে। মহকুমার প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা সদরের ক্লাব ক্রিকেটেও অংশগ্রহণ করে।

মূলতঃ সদরের ক্লাব ক্রিকেটে এবং রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেটেই মহকুমার ক্রিকেটারদের প্রতিভা চেনানোর প্ল্যাটফর্ম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুইটি আসরই বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে। সদরের ক্লাব ক্রিকেট করবে না টিসিএ। এই অবস্থায় এখনও রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট করার সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণ জেলার এক প্রাক্তন ক্রিকেটার আবেদন জানিয়েছেন, যারা টিসিএ ক্রিকেটের স্বার্থে বিষয়টার দিকে নজর দেয়। ক্রিকেট প্রেমীদের দাবি, রাজ্য ক্রিকেট অনুষ্ঠিত করুক টিসিএ। শুধু উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলে হবে না। মাঠে নেমে কাজ করে দেখাতে হবে।

চন্দনমুড়ায় একদিবসীয় প্রাইজমানি ভলিবল



প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ চন্দনমুড়া কৃষ্ণ কুমার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো

এক দিবসীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বীরাম্মা কালী প্লে সেন্টার। ফাইনালে তারা ২৫-২৩, ২৬-২৪, ২৫-২৩ সেটে গ্রামীণ যুব

সংঘ-কে হারিয়েছে। পুরস্কার হিসাবে বিজয়ী দল ১০০ টাকা এবং রানার্সআপ দল ৫০০ টাকা পেয়েছে।

বেঁচে যেতে পারে স্কুল ক্রীড়ার কোটি টাকা ত্রিপুরা গেমস করার উদ্যোগ নিতে পারে ক্রীড়া দফতরঃ দাবি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারিঃ চলতি জানুয়ারি মাসেই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর। তবে একদিকে দেশে জুড়ে করোনার দাপদামি তো অন্যদিকে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র গোষ্ঠীভাবির পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে আপাতত এসজেএফআই-র যে কোন জাতীয় আসরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যদিও স্কুল গেমস ফেডারেশন থেকে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু প্রথমতঃ দেশে অনূর্ধ্ব ১৫ টিকাকরণ শুরু হয়নি এবং ১৫-১৮

যোগাসন নয়। জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্ভবত স্কুল ক্রীড়ার কোন জাতীয় আসরই হচ্ছে না। খবরে প্রকাশ, স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র গোষ্ঠীভাবির পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে আপাতত এসজেএফআই-র যে কোন জাতীয় আসরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যদিও স্কুল গেমস ফেডারেশন থেকে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু প্রথমতঃ দেশে অনূর্ধ্ব ১৫ টিকাকরণ শুরু হয়নি এবং ১৫-১৮

টিকাকরণ এখনও সবার হয়নি তাই আপাতত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরগুলি বন্ধ। তবে ভেতরের খবর হলো, স্কুল গেমস ফেডারেশনের কোন্দলে খেলাধুলা বন্ধ। জানা গেছে, রাজ্যে জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর নাকি প্রায় অর্ধ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছিল। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় স্কুল ক্রীড়া আসরে দল পাঠানোর জন্যও নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন রাজ্য জাতীয় স্কুল

TRIPURA CRICKET ASSOCIATION
AGARTALA, TRIPURA WEST
Press Notice Inviting Quotation No. 13/TCA/AGT/2021-22
Dated : the Agartala, 10/01/2022
Separate Sealed Quotations are hereby invited on behalf of Joint Secretary, Tripura Cricket Association (TCA) Agartala with application, from the intending bonafied quotationer for (1) Supplying of Purified Drinking Water during the year January 2022-2023 and (2) Supplying Food for domestic Tournaments during the year January 2022-2023 & (3) Supplying Vehicles for National tournaments for the Period of January 2022 To 31st March 2023. Details Notice Inviting Quotation and other details may be seen in the office of the Tripura Cricket Association and tender notice may be available / seen in the TCA website www.tcalive.com. The sealed quotation will be dropped in the tender box at the office of Tripura Cricket Association (TCA), Post Office Chowmuhani, Agartala on or before 29.01.2022 up to 03:00 PM and Quotation will be opened on the same date at 4.00 PM, if possible. Quotation Format will be available in TCA Office (11 am to 05 pm) by payment of Rs. 1500.00 (One Thousand Five Hundred) only in cash (non-refundable) w.e.f. 11.01.2022 to 28.01.2022 and also available in TCA website (www.tcalive.com) cost of form of Rs. 1500.00 (One Thousand Five Hundred) only in the shape of Deposit at call / Demand Draft in favour of The President, Tripura Cricket Association from any Scheduled Bank under RBI should be submitted with the quotation.
The Quotationers or their authorized representatives may remain present during opening the Quotations.
Sd/ illegible
Joint Secretary
Tripura Cricket Association
Agartala, Tripura West



BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur





বাবার দা-এর কোপে মৃত ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধনপুর, ১৭ জানুয়ারি।। বাবার আত্মের আঘাতে মৃত্যু হলো ছেলের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সোনামুড়া মহকুমার ধনপুরে। মৃত ছেলের নাম জুটন বড়ুয়া। অভিযুক্ত বাবার নাম বাবুল বড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় ফিরে বাবা ছেলে দু'জনেই। রাতে বাবা-ছেলে দু'জনের মধ্যেই বগড়া শুরু হয়। উত্তেজিত হয়ে বাবুল দা নিয়ে তার ছেলেকে

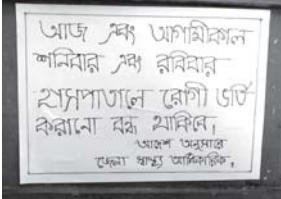


কোপাতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জুটন। তার চিংকারে আশপাশের লোকজনও ছুটে আসে। তারা জুটনকে উদ্ধার করে প্রথমে ধনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেলাঘর হাসপাতালে। মেলাঘর থেকে জিবিপিতে পাঠানো হয়। সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিংরা, ১৭ জানুয়ারি।। কুমারঘাট জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোমবার পর্যন্ত নতুন করে কোনো রোগীকে ভর্তি করানো হয়নি। কারণ, ওই হাসপাতালের একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর



শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাই ওই হাসপাতালে ৪৮ ঘণ্টার জন্য নতুন রোগী ভর্তি নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার থেকে পুনরায় রোগী ভর্তি হতে পারবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। তবে হঠাৎ হাসপাতালে রোগী ভর্তি না করার সইনবোর্ড মেসেজ স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়। পরে জানা যায় হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী করোনা সংক্রমিত হয়েছেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। এই সময়ে হাসপাতাল স্যানিটাইজ করা হয়েছে। কুমারঘাট মহকুমাত্তেও করোনার সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সোমবারও সেখানে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত হন। এর আগের দিন আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৩ জন, ১৫ জানুয়ারি ২৮, ১৪ জানুয়ারি ৮ জন।

এনআইটিতে মেধাবী ছাত্রের রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ফিজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো না। মা-বাবার চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বাড়ি থেকে অনেক দূরে ত্রিপুরায় এনআইটিতে পড়তে আসা। কিন্তু কোনওভাবেই পড়ায় মন বসাতে পারছিলো না। নম্বরও কম আসছিলো। শেষ পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী এক মেধাবী ছাত্র। জিরানিয়ায় এনআইটিতে হোস্টেলের নিজের কক্ষেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয় প্রিয়াংশু গাংওয়ার (২১)। তার বাড়ি উত্তর প্রদেশের ইজ্জতনগর এলাকায়। এনআইটিতে ফিজি নিয়ে মাস্টার্স কোর্সের প্রথম বৎসরের ছাত্র ছিলো প্রিয়াংশু। এরপর প্রিয়াংশুর মা এবং বাবা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসার পরই তার

দেহের ময়নাতদন্ত হবে। আপাতত তার দেহটি পড়ে আছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা তা জানতেও চেষ্টা করেছে পুলিশ। জানা গেছে, প্রিয়াংশু ফিজি নিয়েই মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে চাইছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের ভেরেলি জেলায় নিজের এলাকাতেই পড়াশোনা করতে চাইছিলো। কিন্তু মা-বাবার চাপে পড়ে আগরতলায় এনআইটিতে ভর্তি হতে হয়। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে এনআইটিতে ভর্তি হলেও কারো সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতো না। প্রথম সেমিস্টারে তার পরীক্ষার নম্বরও খারাপ আসে। এরপর থেকে বাড়ি থেকে পাল্টা চাপ আসছিলো। গত কয়েকদিন

ধরে কারো সঙ্গেই কথা বলছিলো না প্রিয়াংশু। রাত আটটা নাগাদ তার হোস্টেলের কক্ষ থেকে বেরিয়ে না আসতে দেখে সহপাঠীরা ডাকাডাকি শুরু করে। জবাব না পেয়ে তারা দরজা খুলে প্রিয়াংশুকে বুলবুল অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় জিরানিয়া থানাও। থানার ওসি বাবুল দাস জানান, এখনও মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে এটা আত্মহত্যা মনে হয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিলো না। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এনআইটির মধ্যে। এদিকে, প্রিয়াংশুর মৃত্যু নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠছে। হলেমেয়েদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রণবতা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে হলেমেয়েরা এই চাপ সহ্য করতে পারছেন না। এরই উদাহরণ প্রিয়াংশু।

ছাত্র আন্দোলনের চাপে পরীক্ষা পিছিয়ে দিলো টিপস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হলো টিপস কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকে শুরু হতে যাওয়া পরীক্ষা দশদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ছাড়তে নোটিশও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশ ঘিরেই আবারও উত্তেজনা দেখা দেয়। টিপস-এর ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত দাবিসমূহ জানিয়ে এদিনের জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে। রবিবার রাত থেকেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে টিপস-এর ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল থাকা একাধিক ছাত্র করোনা পজিটিভ হয়। এই দাবিতে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন ছাত্রছাত্রীরা। একই সঙ্গে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিপস কর্তৃপক্ষের হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশিকার বিরুদ্ধে

আন্দোলন শুরু হয়। রাতভর এই আন্দোলনের পর সোমবার সকালে টিপস-র সামনে মিছিলও বের করে ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিমা নাথ নামে টিপস-এর এক শিক্ষিকা সাংবাদিকদের জানান, আমরা একাধিকবার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গেছি। তারা কথা না বলেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এই মুহুর্তে তারা কেউ পরীক্ষা দিতে চায় না। তাদের দাবি মেনে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশিকা মেনে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধা হবে। কিন্তু টিপস তাদের এই দাবি মানতে নারাজ। সরকারি নির্দেশিকার বাহানায় অমানবিক আচরণ শুরুর পর থেকেই টিপস কর্তৃপক্ষ বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। টিপস এবং ইকফাইব পরীক্ষা স্থগিত রাখতে দাবি তুললেন এনএসইউ'র সভাপতি সন্মতি রায়। তিনি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রেখে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দাবি তুলেছেন। করোনা অতিমারিতে সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিও করেছেন তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ টিপস কর্তৃপক্ষের এই ধরনের অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের দাবি, করোনা অতিমারির জন্য এখন ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে না। পরীক্ষা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে থাকার সুবিধা দিতে হবে। এই মুহুর্তে হোস্টেল থেকে বের করে দিলে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধা হবে। কিন্তু টিপস তাদের এই দাবি মানতে নারাজ। সরকারি নির্দেশিকার বাহানায় অমানবিক আচরণ শুরুর পর থেকেই টিপস কর্তৃপক্ষ বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। টিপস এবং ইকফাইব পরীক্ষা স্থগিত রাখতে দাবি তুললেন এনএসইউ'র সভাপতি সন্মতি রায়। তিনি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রেখে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দাবি তুলেছেন। করোনা অতিমারিতে সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিও করেছেন তিনি।

ইটভাটায় ভিন রাজ্যের শ্রমিকের দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৭ জানুয়ারি।। এক ইটভাটা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সোমবার মোহনপুরের গোপাল নগরের এমবিসি ইটভাটায় শ্রমিকের মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম বধুয়া ওরা। তার বাড়ি রাঁচি। এমবিসি ইটভাটায় একই থাকতেন বধুয়া। সোমবার সকালে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে শ্রমিকরা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ইটভাটায় শেড ঘরের পেছনে নন্দমা থেকে দেহটি উদ্ধার করেছে। কি করণে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। শ্রমিকদের একটি অংশের দাবি, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে মাঝবয়সী বধুয়ার। পুলিশ মৃতদেহটি নিয়ে মোহনপুর হাসপাতাল মর্গে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে মৃত শ্রমিকের পরিবারে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের পর বোঝা যাবে কিভাবে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে (৪০)। এই মামলার রায় ঘোষণা হয় সোমবার। ধর্মনগর আদালত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে

স্ত্রীর মৃত্যু, স্বামী ও ননদের কারাদণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। নির্ঘাতনের পর স্ত্রীর মুখে বিব ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্বামী এবং ননদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় তরুণী গৃহবধূ অর্চনা নাথের শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায়। সেই মামলায় আদালত অভিযুক্ত স্বামী এবং ননদকে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ২০১৭ সালের ১৬ আগস্ট মৃত্যুর বাবা মণিষ দেবনাথ পানিসাগর থানায় তার মেয়েকে হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল মৃত্যুর স্বামী দিলীপ নাথ (২৪) এবং তার বোন সঙ্গীতা নাথ (৪০)। এই মামলার রায় ঘোষণা হয় সোমবার। ধর্মনগর আদালত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে

অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৯৮(এ)/৩০৬ ধারায় ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মৃত্যুর বাবা মণিষ দেবনাথ মামলায় বলেছিলেন ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ তার মেয়ের সাথে দিলীপ নাথের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে অভিযুক্ত স্বামী পণের জন্য তার স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। নন্দ সঙ্গীতা নাথও ক্রমাগত ভাইয়ের স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালিয়ে যায়। ১৫ আগস্ট সকালে অভিযুক্ত স্বামী এবং নন্দ মিলে জোরপূর্বক অর্চনার মুখে বিষ ঢেলে দেয়। পরবর্তী সময় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রাণরক্ষা করা যায়নি। এরপরই মণিষ দেবনাথ পানিসাগর থানায়

খুনের মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন এসআই দেবেন্দ্র দেববর্ম। তদন্ত শেষে তিনি চার্জশিট আদালতে জমা দেন। ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। চার্জশিটেও অভিযুক্ত স্বামী এবং নন্দকেই অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময় আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে এদিন সেই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মামলায় অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাদের কারণেই যে মণিষ দেবনাথের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে তা আদালতে প্রমাণিত হওয়ায় দেবীদেবের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন পার্থ পাল।

বিহারের দুই গাঁজা পাচারকারীর জেল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। গাঁজা পাচারের দায়ে বিহারের দুই নাগরিককে কারাদণ্ড দিলো পশ্চিম জেলার দায়রা আদালত। সোমবার এই সাজা ঘোষণা করেন দায়রা বিচারক অংশুমান দেববর্ম। আসামিরা হলো মিঠু কুমার (২৫) এবং অমর কুমার সিং (২৭)। তাদের বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায়। গত বছরই এই দুইজনকে গাঁজা সহ গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ। গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাধারঘাট স্টেশনে ৩৩ কিলো গাঁজা সহ তাদের আটক করেছিলো পুলিশ। ইনসপেক্টর মণ্ডু রঞ্জন দাস তদন্ত শেষে দু'জনের বিরুদ্ধে আদালতে

চার্জশিট জমা করেন। জানা গেছে, ওইদিন দেওঘর এন্ড্রপ্রেস দিয়ে মিঠু এবং অমর গাঁজা নিতে বাধারঘাট রেল স্টেশনের মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তখনই তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব জানান, আদালত দুই অভিযুক্তকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড। এই মামলায় সরকার পক্ষে আটজন সাক্ষী দেন।

শহরে ফের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। শহরে বাইক চুরি কিছুতেই থামছে না। আবারও বাইক চুরির ঘটনা মিলন সংঘ এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মিলন সংঘের চৌধুরী মিলের কাছে গিয়েছে একটি গ্ল্যামার বাইক। বাইকটি চুরি যাওয়ার পর এদিনগার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন মালিক যতন দে। তিনি থানায় জানিয়েছেন, নিতাই পালের বাড়ির সামনে বাইকটি রাখা ছিলো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে দেখেন বাইকটি নেই। তার গিয়ার ০১-পি-৫২৮৯ নম্বরের বাইকটি চুরির ঘটনা গোটা এলাকাবাসীদেরও জানিয়েছেন যতন।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৭,৮০০
ভরি : ৫৫,৭৬৬

লোক চাই
“চাউমিন ফ্যাক্টরিতে কাচা চাউমিন তৈরি করার জন্য দক্ষ কারিগর চাই। ঠিকানা : আগরতলা বিমানবন্দর এর কাছে।
(M) 7005853499
8787564144

হারানো বিজ্ঞপ্তি
Original nursing marksheet, TNC Registration হারিয়ে যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন তাহলে এই মোবাইল (8974284595) ফোন করলে উপকৃত হইবে।

Flat Booking
Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

বাস্য এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন বেহেস্ত সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

মেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সম্ভাব্যের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মাসা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাছের হারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর পোশালাইস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : ৮৭৯৮১৪৫৫০৮ / ৮৭৯৮১৪৫৫০৭

ঠিকানা - ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা ৩ ঘণ্টায় ১০০% গ্যারান্টিতে সমাধান

যেমনে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও গল্প থেকে পরিত্রাণ, গর্ভদণ্ড, কুসংবাদ, গুপ্তচরিত্রা, কল্যাণজাদু, মুঠকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ পেশালাইস্ট।

যেমনে বাধা A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই ক্রম সমাধান পান

পেশালাইস্ট : বশীকরণ, মুঠকরণী এবং কল্যাণজাদু

Contact 9667700474

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

প্রচারসজ্জা নষ্ট, শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনা সোনামুড়ায়। সিপিআইএম'র সিপিআইএম'র জেলা কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে শহর এলাকায় ফ্লাগ-ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু রবিবার রাতে কে বা কারা ওই সব প্রচারসজ্জা নষ্ট করে দেয়। সোমবার সকালে প্রচারসজ্জা নষ্টের বিষয়টি সবার নজরে আসে। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাম বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল তুলেন বিজেপির দিকে। আগামী ১৯ জানুয়ারি সোনামুড়া টাউনে সিপিআইএম'র জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে



গিয়ে শ্যামল চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেন নাইট কারফিউ চলাকালে তাও আবার থানা থেকে ঢিল ছোড়া দৃষ্টান্তে কিভাবে দুর্ভুক্তি প্রচারসজ্জা নষ্ট করলো? তার প্রশ্ন শুধুমাত্র বিরোধীদের জন্যই কি নাইট

কারফিউ? রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি অনুষ্ঠানের নামে মেলা, পূজা-সহ নাচ-গান হচ্ছে। শাসক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে যখন অনুষ্ঠান হয় সেখানে কোন বিধিনিষেধ থাকে না। বিরোধীরা

কিছু করতে চাইলেই কারফিউ পুলিশ প্রশাসন এসব দেখেও দেখছে না। তারা নীরবই থাকছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, শাসক দলের লোকদের মাধ্যমে করোনা ছড়ায় না। শুধুমাত্র সব নিয়মকানুন

বিরোধীদের জন্য প্রয়োজ্য হয়। তার অভিযোগ, রবিবার রাতে সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জা নষ্টের পেছনেও শাসক দলের লোকজন জড়িত। তিনি দাবি জানিয়েছেন এসব কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এর আগেও সোনামুড়ায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তাই এবারের ঘটনাত্তেও কার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মনে করা হচ্ছে না। অনেকেই বলেছেন, এভাবে প্রচারসজ্জা নষ্ট করে শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তাই প্রশাসনকে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

MAKE YOUR CAREER AS A CUSTOMER CARE EXECUTIVE

JOIN US...

CREATIVE SKILL ACADEMY

Central Road, Opposite of Satsanga Ashram, Bishalgarh Sepahijala, Tripura, 799102

৬৯০৭৬৬৩১০৮ / ০৩৮১ ২৯৫০৩০৩